NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ শক্তি ভক্তি বীরত্বের প্রতীক সঙ্কটমোচনের আবির্ভাবই হনুমান জন্মোৎসব

স্থায়ীকরণ: আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে বিক্ষোভ অস্থায়ী কর্মীদের ৫

কলকাতা ২৩ এপ্রিল ২০২৪ ১০ বৈশাখ ১৪৩১ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৩১১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.4.2024, Vol.17, Issue No. 311, 8 Pages, Price 3.00

২০১৬ সালের এসএসসির পুরো প্যানেল খারিজ

২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি মামলায় ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল করার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। সোমা দাস ছাড়া সকলের প্যানেল বাতিল। এসএসসি মামলায় সোমবার এমনই নির্দেশ দিতে দেখা গেল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চকে। ভোটের মুখে এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় বড়সড় সিদ্ধান্ত কলকাতা হাইকোর্টের। ২০১৬ সালের বিতর্কিত প্যানেল খারিজ করল আদালত। এর ফলে চাকরি হারালেন ২৫ হাজার ৭৫৩ জন। চাকরিহারাদের আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে বেতন ফেরাতে হবে। ১২ শতাংশ হারে সুদও দিতে হবে তাঁদের। আবার জেলাশাসক পরবর্তী ২ সপ্তাহের মধ্যে ওই টাকা আদালতে জমা দেবে। নতুনরা চাকরি পাবেন। হাইকোর্ট জানিয়ে দিল ১৫ দিনের মধ্যে সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে।

মামলাকারীদের আইনজীবী বলেন, '২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল করা হয়েছে। সবার মাইনে ফেরত দিতে হবে। ডিএম-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডিআই সেটা ডিএম-কে দেবে চার সপ্তাহের মধ্যে। ২০১৬ সালের চারটে নিয়োগ প্রক্রিয়া- গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম- দশম, একাদশ-দ্বাদশ- সকলেরই প্যানেল বাতিল করা হয়েছে। সবাইকে বেতন ফেরত দিতে হবে।'

এই নিয়োগের ক্ষেত্রে শূন্যপদের সংখ্যা ছিল ২৪ হাজার ৬৪০। তবে নিয়োগ করা হয়েছিল ১ হাজার ১১৩ জনকে। এর জন্য অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয়। সোমবার সেই যাবতীয় পদ মিলিয়ে মোট ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। এদিন বিচারপতি বসাক এও নির্দেশ দেন, 'এসএসসি প্যানেলের মেয়াদ শেষের পরে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন তাঁদের ফেরত দিতে হবে বেতন।' যাঁরা বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছেন তাঁদের বেতন ফেরত দিতে হবে। সিবিআই তদন্ত চলবে। বেআইনিভাবে যাঁরা সুপার নিউমেরিক পোস্ট করে চাকরি

খুশি নন সোমা দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যে শিক্ষক পদে নিয়োগ বাতিল হল ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের। নিয়োগ বাতিল হওয়ায় রাজ্যজুড়ে ভোটের আগে ক্ষোভ বাড়বে বলে সূত্রের খবর। রাজ্যে শুধুমাত্র বীরভূমের নলহাটির সোমা দাসের চাকরি বহাল থাকার ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট । রাজ্যে যখন ২০১৬ সালের সমস্ত প্যানেল প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে বাতিল,তখন শুধুমাত্র সোমা দাসের চাকরি বহাল কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরোপুরি খুশি নন সোমা। সংবাদমাধ্যমে নলহাটি ১ নম্বর ব্লকের মধুরা হাই স্কুলের বাংলার শিক্ষিকা সোমা দাস বলেন, চাকরিতে দুর্নীতি হয়েছে তা প্রমাণিত। কিন্তু যে জন্য আন্দোলন সেই আন্দোলনে প্রকৃতযোগ্য প্রার্থীরা চাকরি পেলে তবেই ভালো লাগবে।

বিস্তারিত জেলার পাতায়

পেয়েছিলেন তাঁদের হেপাজতে নিতে পারবে সিবিআই। প্রসঙ্গত, এসএসসি গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম দশম ও একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ সংক্রান্ত শুনানি চলছিল এতদিন। সুপ্রিম কোর্টে বিতর্কিত চাকরি প্রাপকরা মামলা করলে মামলা পাঠানো হয় হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে। বিতর্কিত চাকরি প্রাপকদের বিভিন্ন আইনজীবীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মামলাই সুপ্রিম কোর্ট হয়ে হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে আসে। দীর্ঘ সওয়াল জবাব শেষে সোমবার গোটা প্যানেলই বাতিলের নির্দেশ দেয় আদালত। একইসঙ্গে আদালত এও জানায়, ১৫ দিনের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। কীভাবে এই চাকরি দেওয়া হবে সেই প্রসঙ্গে আদালত এও জানায়, ২০১৬ সালে যতজন পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের ওএমআর শিট আবারও মূল্যায়ন করা হবে এবার। সেখান থেকে বেছে নেওয়া হবে যোগ্যদের। এদিকে মাইনে ফেরানোর প্রসঙ্গে ডিএমকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই প্যানেলের গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ সকলকে মাইনে ফেরাতে হবে।

এদিকে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথা জানানো হয় এসএসসির তরফ থেকে। এই প্রসঙ্গে এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের প্রশ্ন, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বেআইনি পথে চাকরি পাওয়া পাঁচ হাজার জনের তথ্য ছিল। কিন্তু, তার জন্য বাকি ১৯ হাজার জনের চাকরি কেন বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হল তা নিয়েও। একইসঙ্গে এসএসসি-র চেয়ারম্যান এও বলেন, 'আমার সুপার নিউমেরারি পোস্টে যাঁদের নিয়ে তদন্ত তাঁদের একজনকেও সুপারিশ করা হয়নি। এক্ষেত্রে ফিজিক্যাল এডুকেশন এবং ওয়ার্ক এডুকেশন, যা তদন্তের আওতাধীন নয়, তাদের মধ্যে ১২৮০ জনকে সুপারিশ করা হয়েছিল।'

একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'ওএমআর সংক্রান্ত অভিযোগ, র‍্যাঙ্ক জাম্পিংয়ের অভিযোগ আমরা আলাদা করে মহামান্য আদালতকে জানিয়েছি। ওএমআর শিট -এর পুর্নমূল্যায়ন করার বিষয়ে কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়েছি কিনা আমি জানি না। শুনানি চলাকালীন মহামান্য আদালত কখনও কখনও বলেছে আমরা করতে পারব কিনা। আমাদের কাছে সিবিআই-এর কাছ থেকে হার্ড ডিস্ক মারফত এসেছে তা রয়েছে। বাকি যে কিছু নেই, তা সকলের জানা।' সঙ্গে সিদ্ধার্থ এও জানান, 'প্রায় ৩০০ পাতার রায়। বহু পয়েন্ট তার মধ্যে রয়েছে। এদিন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি বিচারপতি পড়ে শোনান। তা আইনজীবীরা শুনেছেন। তার উপরে ভিত্তি করে বলছি।' তবে এদিনের হাইকোর্টের এই রায়ের জেরে স্বাভাবিকভাবেই অনেকটাই স্বস্তিতে চাকরিহারারা। এখন দেখার সর্বোচ্চ আদালত এই প্রসঙ্গে ঠিক কী নির্দেশ দেয়।

জেলে পাঠালেও চাকরিহারাদের পাশেই থাকবেন, আশ্বাস মমতার

রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে যাবেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: তাঁকে জেলে পাঠানো হলেও তিনি চাকরিহারাদের পরিবারের পাশে থাকবেন। সোমবার এসএসসি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতের রায়ের নেপথ্যে তিনি বিজেপির হাতই দেখছেন। তিনি জানান, বিচারালয় আসলে বিজেপির। বিচারপতিদের সে ক্ষেত্রে কোনও দোষ নেই। দোষ হল বিজেপির। আর সে কারণেই তিনি চাকরিহারাদের পরিবারের পাশে থাকবেন। তাঁদের হয়ে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মমতা শীর্ষ আদালতে যাবেন।

চাকরিহারাদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'যাঁদের কথা বলা হয়েছে চাকরি বাতিল করা হল, তাঁরা চিন্তা করবেন না, হতাশ হবেন না। কেউ জীবনের ঝুঁকি নেবেন না। আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছি। যতদূর লড়াই করার আমরা লড়াই করব।' সঙ্গে এও জানান, বলেন, 'যখন বিপদে পড়বেন, আর কেউ না থাকলেও আমরা আছি। আরও ১০ লক্ষ চাকরি তৈরি হয়ে আছে।'

এদিন নাম না করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে তোপ দেগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'একজনকে দেখলেন না, বিজেপির টিকিটে ভোটে দাঁড়িয়ে গেল। এটা তাঁর অর্ডার ছিল। সুপ্রিম কোর্ট নতুন ডিভিশন বেঞ্চ করে আলোচনা করতে বলেছিল। এই টোটাল রায়টাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি।

কারণ ২৬ হাজার চাকরি মানে প্রায় দেড় লাখ দুই লাখ পরিবার।' এরই পাশাপাশি টাকা ফেরানোর ইস্যুতে তিনি প্রশ্ন তোলেন, আট বছর ধরে যাঁরা চাকরি তাঁদের চার সপ্তাহের মধ্যে টাকা ফেরাতে হবে তা সম্ভব কি না তা নিয়েও। এই প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট প্রশ্ন, 'আপনারা যাঁরা এই রায় দিচ্ছেন সারা জীবন যাঁরা চাকরি করেছেন তাঁদের টাকা যদি ফেরত দিতে বলা হয় তাঁরা পারবেন দিতে? মানুষ আপনাদের সম্মান করে, আমরা আপনাদের সম্মান করি। বেকারের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে।'

তৃণমূল নেত্রী এ-ও জানিয়েছেন যে, দীর্ঘ দিন ধরে এ রকম চলছে। তবে এতে বিচারপতিদের কোনও দোষ নেই। তাঁর কথায়, 'এটা বিচারপতিদের দোষ নয়। কেন্দ্রের দোষ। বিজেপি বসিয়েছে তাঁদের। যাতে তারা যা বলে, তা-ই করা হয়।'তিনি এ-ও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, এই রায় দিয়েছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি এখন বিজেপির টিকিটে তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা উদ্ধৃত করে বলেন, 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'

রায়গঞ্জ থেকে একযোগে কংগ্রেস এবং বিজেপিকে আক্রমণে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: এদিন চাকুলিয়া ব্লকের শিরশি হাই মাদ্রাসা স্কুলের মাঠে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে সভা করতে এসে প্রথম থেকেই কংগ্রেস প্রার্থী আলি ইমরান রামজকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তিনি বলেন, 'এই কেন্দ্রের কংগ্রেসের প্রার্থী সাথে বিজেপির যোগ রয়েছে। তিনি নির্বাচনে জেতার জন্য লড়াই করছেন না। তার মূল উদ্দেশ্য মুসলিম ভোট কেটে বিজেপির সুবিধা করে দেওয়া। এই মুসলিম ভোট কাটার জন্য বিজেপি তাদের অনেক কিছু দেয়। আমি জানতে পারছি, এই কেন্দ্রের কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচনের খরচ তোলার জন্য মানুষের কাছে আর্থিক সাহায্য চাইছে। তাদের নাকি টাকা নেই। আমি এই সভায় আসার পথে লক্ষ্য করেছি, তার সমর্থনে প্রচুর ব্যানার, পোস্টার লাগানো হয়েছে। বিরাটভাবে প্রভার করা হচ্ছে। এতো টাকা কোত্থেকে আসছে। বিশ্বাস করতে হবে আমাকে যে কংগ্রেসের টাকা নেই! হিমাচল, তেলেঙ্গানা, কর্নাটকের মতো রাজ্যে তোমরা ক্ষমতায় আছো। আর টাকা নেই বলছো! মানুষের দেওয়া টাকা প্রার্থীর নিজের পকেটে ঢুকবে।' মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেসের প্রার্থীকে কটাক্ষ আরও বলেন, 'কংগ্রেসের প্রার্থীর জন্য আমার কষ্ট হয়। মনে হয় ওর জন্য একটা লক্ষ্মীর ভান্ডার করে দেই। মানুষকে অনুরোধ করছি, এদের টাকা সাহায্য করে নিজেদের ক্ষতি করবেন না। বিজেপির তৈরি করা এনআরসি'র আতঙ্কের সময় এরা কেউ মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। ওদিকে মহম্মদ সেলিমও মুসলিম ভোট কাটার জন্য দাড়িয়েছে। এরা মানুষের অসুবিধায় পাশে থাকে না। এদিকে কৃষ্ণ কল্যানী বিনা পয়সায় সাধারণ মানুষের জন্য খাবারের গাড়ি চালু করেছিলেন। এরা তাতেও অভিযোগ জানিয়ে তা বন্ধ করে দিয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'রাজনাথ সিংকে সতর্ক করছি, নিজের ভাষা সংযত করতে। আগে নিজের গদি সামলান। তারপর আমাদের নিয়ে ভাববেন। আপনার মতো মানুষের জন্যই অত্যাচারী মোদি ক্ষমতায় বসে আছে।'

তাপপ্রবাহের হাত থেকে এখনই রেহাই নেই বঙ্গবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণের কয়েকটি জেলায় দু'এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও তাপপ্রবাহের হাত থেকে এখনই নিস্তার পাচ্ছে না বঙ্গবাসী। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসা শুষ্ক পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে আগামী বেশ কয়েক দিন দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটাই পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

সোমবার বিকেলের দিকে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার কয়েকটি এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা হলেও তাপমাত্রা কমার কোনও আশা নেই। সারা দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে। হাওয়া অফিসের তরফে আগামী পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী দু'এক দিনে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমলেও গরম থেকে রেহাই পাবেন না বঙ্গবাসী। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, তাপমাত্রা কমলেও আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে তাপপ্রবাহ চলবে। এমনকী, দু'দিন পরে তাপমাত্রা আবার বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মুম্বই হামলার ষড়যন্ত্রীদের নিশানায় অভিষেক!

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুম্বই হামলার ষড়যন্ত্রীর নিশানায় তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়! এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুরলীধর শর্মা। কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের এমনই বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড় বাংলার রাজ্য-রাজনীতি। সঙ্গে এও জানান, অভিযুক্ত রাজারাম রেগে কলকাতায় এসে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বাড়ির সামনে রেইকিও করেন। এদিকে সোমবার তাকে মুম্বই থেকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। একইসঙ্গে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে এও জানার চেষ্টা চলছে, কেন কলকাতায় এসেছিলেন মুম্বই হামলার ষড়যন্ত্রী রাজারাম রেগে তা নিয়েও। কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে জানার চেষ্টা চলছে, কলকাতায় এসে ভিডিওগ্রাফি করেন, কেন ছবি তোলেন, কেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের সামনে রেইকি, পিএ-র ফোন নম্বর জোগাড় করেন তা নিয়েও। এ ব্যাপারে জোরদার তদন্ত চালানো হচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। সঙ্গে এ খবরও মিলেছে শেক্সপিয়ার সরণি থানায় 'অরা' হোটেলে ছিলেন। তখনই তিনি অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের ফোন নম্বর এবং পিএ-র মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করেন। এরপর অভিষেকের অফিসেও যান। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। এই নিয়ে শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়। প্রসঙ্গত, এপ্রিল মাসের ১৮ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস ও অফিসের সামনে ওই রেইকি করা হয়েছে বলে সূত্রে খবর।

লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে, 'কিছু মানুষ কিছু পলিটিক্যাল ব্যক্তিত্বদের নামে রেইকি করছিল। আমরা প্রাথমিক নাম জানতে পারি রাজারাম রেগে। মুম্বই অ্যাটাক যখন হয়েছিল তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই রাজারাম রেগে। রাজারাম রেগের বড় পরিচয় হল তিনি একসময় শিবসেনা নেতা ছিলেন। ২৬/১১ মুম্বই হামলার তদন্তে রেগের নাম উঠে এসেছিল। হামলার অন্যতম চক্রী ডেভিড হেডলির শিকাগোতে যখন বিচার প্রক্রিয়া চলছিল, সেই সময় তিনি বয়ান দিয়েছিলেন যে রাজারাম রেগে নামক এই শিবসেনা নেতার সঙ্গে শিবসেনা ভবনের বাইরে তিনি দেখা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি চেয়েছিলেন লস্কর-ই-তইবার মুম্বই হামলায় এই রাজারাম রেগেকে ব্যবহার করতে।'

মমতার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসিতে বেআইনি নিয়োগ করতে অনেক অতিরিক্ত পদ (সুপারনিউমেরিক পদ) তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। রাজ্য সরকারই সেই অনুমোদন দিয়েছিল। সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে, সিবিআই রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুক্ত সেই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করবে, যাঁরা অতিরিক্ত পদ তৈরির অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রয়োজনে ওই ব্যক্তিদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে কেন্দ্রীয় সংস্থা, জানিয়েছে আদালত। এসএসসি মামলার নির্দেশনামায় আদালত জানিয়েছে, এই দুর্নীতির প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি জানতে, কারা এর সঙ্গে জড়িত তা বুঝতে সিবিআই তদন্ত আবশ্যিক। অতিরিক্ত পদগুলি তৈরির বিষয়ে আরও তদন্ত করতে হবে সিবিআইকে। এ প্রসঙ্গে আদালতের মন্তব্য, 'রাজ্য সরকারের মন্ত্রিসভাও এসএসসিতে বেআইনি চাকরি রক্ষা করার স্বার্থে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা বিস্ময়কর। এই নিয়োগগুলি প্যানেলের বাইরে এবং প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে করা হয়েছে, তা জেনেও চাকরি বাঁচাতে চেয়েছেন সরকারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা।'

অধিকারী গড় তমলুকে টক্কর এবার তিন বহিরাগতর মাঝে

শুভাশিস বিশ্বাস

২০১১-তে তৃণমূলের রাজ্যের মসনদে দখলের পিছনে সিঙ্গুরের পাশাপাশি সমানভাবে কাজ করেছিল নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলন ইস্যু। আর এই নন্দীগ্রাম-ই তমলুক লোকসভার অন্তর্গত। বলে রাখা শ্রেয়, রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগে এই লোকসভার অনেকাংশ তৃণমূলের দখলে যায়। আর এই তমলুকেই একচ্ছত্র প্রভাব রয়েছে অধিকারী পরিবারের। তবে শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যাওয়ায় তমলুকের রাজনৈতিক চেহারা বদলেছে। বিজেপির প্রভাব যে তমলুকে প্রবল ভাবে বেড়েছে তা মালুম হয় যখন ২০১৯-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারান শুভেন্দু অধিকারী।

এই তমলুক লোকসভা কেন্দ্র তৈরি হয় পাঁচের দশকে। যার মধ্যে রয়েছে ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র। এই সাতটি বিধানসভার মধ্যে অন্যতম নন্দীগ্রাম। এছাড়া অন্য বিধানসভা কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে, হলদিয়া, তমলুক, ময়না, নন্দকুমার, মহিষাদল, পাঁশকুড়া পূর্ব। এই লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস, বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাংসদ নির্বাচিত হলেও বিজেপি এখনও খাতা খুলতে পারেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশ সামন্ত, সুশীল ধাড়ার মতো নেতাদের এই আসন থেকে সাংসদ হতে দেখা গেছে। এবার এই আসনে মূল লড়াই হবে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। তমলুক লোকসভা এখনও খাতায় কলমে তৃণমূলের। শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ছাড়ার পর থেকেই তাঁর ভাই সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী বিজেপি ঘেঁষা হয়ে পড়েন। অবশেষে বিজেপিতে যোগও দেন তিনি। তবে দিব্যেন্দুকে এবার প্রার্থী করেনি বিজেপি।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তমলুকে তিন প্রার্থীই বহিরাগত। তৃণমূলের তরফ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে আইটি সেলের রাজ্য সভাপতি তরুণ নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্যকে। বিজেপি প্রার্থী করেছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে। অন্যদিকে সিপিএম এই লোকসভায় তরুণ মুখ হিসেবে ভরসা রেখেছে আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। এদিকে আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়তার জেরে দেবাংশুর এক বিশাল জনপ্রিয়তা রয়েছে বঙ্গ যুব সমাজে। প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পরই তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের ভোট প্রচারে খোল করতাল নিয়ে নাম সংকীর্তনে মাততে দেখা যায় দেবাংশুকে। অভিনব প্রচার সন্দেহ নেই। ফলে সব মিলিয়ে তমলুকের লড়াইটা এবার হাইভোল্টেজ বলা যেতেই পারে।

বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ১৮/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫২৮৮ নং এফিডেভিট বলে Bablu Dule S/o. Bhabatosh Dule ও Bablu Dulay S/o. B. Dulay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৬/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫১৯১ নং এফিডেভিট বলে Partha Pratim Bose S/o. Provash Kumar Bose ও Partha Pratim Basu S/o. P. Basu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫১৪৬ নং এফিডেভিট বলে Syed Monnaf Hossain S/o. Syed Mosharraf Hossain ও Md Sayada Monnafa Hosen S/o. Md S. Musaraf Hosen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২১/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৯ নং এফিডেভিট বলে Bhaskar Pal S/o. Basudeb Pal ও Bhaskar Ch Pal S/o. B. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২২/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৪৯৯ নং এফিডেভিট বলে Abdul Momen Sekh S/o. Asraf Ali Sekh ও Momen Shaikh S/o. Ashraf Shaikh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩০৫৭ নং এফিডেভিট বলে Prosanta Hait S/o. Satish Hait ও Prashanta Kr. Haith S/o. S. C. Haith সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩ শে এপ্রিল, ১০ ই বৈশাখ। মঙ্গল বার। পুর্নিমা তিথি। জন্ম কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(আজ হনুমান জয়ন্তি)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী
গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Tarun Kumar Santra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Badal Chandra Santra ও B. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫১৬৮ নং এফিডেভিট বলে Tuhin Manna ও Thuin Manna S/o. Sushanta Manna সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৪/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪২৮ নং এফিডেভিট বলে Baban Bhattacharjee, Baban Bhattacharyya ও Bapan Bhattacharyya S/o. Nikhil Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৭/০৩/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৭৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Km Bharti Verma D/o. Rajender Verma নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jannat Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৪/০৭/২০২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Anamika Maity D/o. Tarun Maity নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Aliya Parvin নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৭/০৩/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৭৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Keya Roy D/o. Bishnu Roy নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Hamida Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম - পদবী
আমি, Smt. Priyanka Bagchi W/O Shri. Prabhat Bagchi ঠিকানা- ফ্ল্যাট ৩সি, ১২০বি এন.এস.সি বোস রোড, কোলকাতা ৭০০০৪০ ঘোষণা করছি Priyanka Bagchi এবং Priyanka Bagchi (Maitra) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হলফনামায় নোটারি পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রানাঘাট, নদিয়া, এস.এল. নং-১৩ তারিখ: ১৯/০৪/২৪.

CHANGE OF NAME
I Anju Goenka, Wife Of Late Raj Kumar Goenka Resident Of 21/2 Ram Lal Mukherjee Lane, Ashoka Residency 2nd Floor, Howrah - 711106 Do Hereby Declare That I Have Changed My Name From Anju Devi Goenka To Anju Goenka And Henceforth I Shall Be Known As Anju Goenka In All Purpose, Vide Affidavit No 12/2014 Sworn Before The Notary Public At Kolkata On 27/06/2014. Anju Goenka And Anju Devi Goenka Both Are Same And One Identical Person.

CHANGE OF NAME
I, Suraj Chourasia Son of Late Ashok Chowrasia. I declare that my name and surname inadvertently recorded as Suraj Bhagat in my Madhyamik Pariksha certificate records in the year 1996 issued by West Bengal board of secondary education instead of Suraj Chourasia. That Suraj Chourasia and Suraj Bhagat is same and one identical person. Video affidavit Ld. 1st class judicial magistrate Court at sealdah on 19/02/24.

পঃবঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের ১০০০-১৫/ ২২/ ২০২৪ নং ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী সোমনাথ প্রামানিক, পিতা- মৃত ঠাকুরপদ প্রামানিক, সাং- আস্তরায় রোড, পোঃ- শক্তিনগর, থানা- কোতয়ালি, জেলা- নদীয়া, পিন নং ৭৪১১০২ জেলা- নদীয়া, থানা- কোতয়ালীর অধীন ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার সাবেক ১২৬৬৫ নং এল.আর ২৩৭৯৭, ২৪৫২০ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ২৯৭৩৭, ২৯৭৩৮, ২৯৭৩৯, ২৯৭৪০ নং এল.আর ২৫৩১১ নং দাগের ০.০০৯৮৪ একর বা ০.৯৮৪ শতক সম্পত্তি গত ইং ০৯.০১.২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ২৭৩/২০২৩ নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক শিপ্রা বাগচী, স্বামী- প্রকাশ নারায়ন বাগচী, সাং- ১৬ সি ল্যাভেন্ডার পুর্তি ফ্লাওয়ার্স জলকল, মহেশতলা, বজবজ ট্রাঙ্ক রোড, পোঃ ও থানা- মহেশতলা, জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগণা, কোলকাতা, পিন নং-৭০০১৪২ মহাশয়ার দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি। অত্র সম্পত্তি কৃষ্ণনগর পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের রানাপ্রতাপ রোডস্থিত ২৫ নং হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। এমতবস্থায় আমি সোমনাথ প্রামানিক উপরে বর্নিত সম্পত্তি কাহারও বরাবর হস্তান্তর বা বিক্রয় করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ০৭ (মঃ শূন্য সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

মোবাইল নং -9475946555

নাম - পদবী
আমি Smt. Beauty Paul D/O- Late Anil Paul ঠিকানা এ-১০/৮, কল্যাণী, P.O+P.S- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি আমার ছেলের নাম Siddhanth Bardhan থেকে Siddhanth Paul এবং আমার মেয়ের নাম Shanaya Bardhan থেকে Shanaya Paul উভয়ই পরিবর্তন করেছি A.C.J.M কল্যাণী, নদিয়া হলফনামা 93AB 925704, S.L. No. 74, 16/03/24 তারিখে।

CHANGE OF NAME
I, **Sekh Nurul Hasan,** S/O Sekh Jamsed Ali, residing at Vill- Dakshin Senerchak, PO. - Kakdwip Kalinagar, P.S. Kakdwip, at present P.S.- H.P. Coastal, Dist- 24 Pgs. (S), do hereby solemnly affirm and declare that, **Sekh Nurul Hasan, S/o- Sekh Jamsed Ali & SK Nurul Hasan, S/o- Sk Jamsad Ali & Sekh Nurul Hasan S/o Jamsed Ali Sekh** is one and same identical person vide affidavit In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kakdwip, 24 Pgs. (S) on 19.04.2024.

নাম-পদবী
আমার মাতা সালেহা বিবির L.I.C. এর 423892606 পলিসিতে নমিনী হিসাবে আমার নাম রাজ্জাক মন্ডল আছে। গত ৯-২-২০২৪ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি আজাহার মন্ডল মাতা সালেহা বেওয়া নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী
L.I.C. এর 423900615 পলিসিতে আমার নাম মোঃ সামাউল সর্দার পিতা- বিল্লাল হোসেন এবং 427285556 পসিসিতে আমার নাম S/o Samaul Sarddar C/o মাকসুরা বিবি (মা) ছিল। গত ১৯-৪-২৪ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি সামাউল সর্দার, পিতা- আমির সর্দার নামে পরিচিত হলাম।

বিজ্ঞপ্তি
সনি ঝাঁ, স্বামী - জয়রুদ্র ঝাঁ, ঠিকানা - কসবা, থানা-কসবা, কলকাতা-700039। বিগত 26/11/2014 সালে ডিহি মেদনমল্ল মৌজায়, খতিয়ান নং 166.261, দাগ নং 732, জেএল-34, পরিমাপ 0.0330 শতক দলিল নং 9837 রেজিস্ট্রীকৃত দলিলমুলে আমমোক্তার দলিল নং-155/2003, 376/2011 কলম হইতে ক্রয় করি এক্ষত্রে আমি উক্ত জমিটি আমার নামে BLLRO তে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য আবেদন করছি (Case No. MN/2023/1601/30580) শুনানীর তারিখ 09/10/2023।

নিবেদন
ইতি
Soni Jha
Identified by me
Babla Chakraborty
Advocate

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি রোশন ঝাঁ পিতা-দেবানন্দ ঝাঁ ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং G1, 37/4H, G.S. বোস রোড, থানা-কসবা, কলকাতা-700039। বিগত 26/11/2014 সালে ডিহি মেদনমল্ল মৌজায়, খতিয়ান নং 166.261, দাগ নং 732, জেএল নং-34, পরিমাপ 0.0413 শতক দলিল নং 09831 রেজিস্ট্রীকৃত দলিলমুলে আমমোক্তার দলিল নং-155/2003, 376/2011 কলম হইতে ক্রয় করি এক্ষত্রে আমি উক্ত জমিটি আমার নামে BLLRO তে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য আবেদন করেছি (Case No. MN/2023/1601/30574) শুনানীর তারিখ 09/10/2023।

নিবেদন
ইতি
Roshon Jha
Identified by me
Babla Chakraborty
Advocate

নাম-পদবী
আমি ভজহরি মন্ডল, পিতা-ঁ অনিল মন্ডল, সাং- দৈয়েরবাজার, পোঃ- মহৎপুর, থানা- চাপড়া, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-5119960002069 আমার নাম ভজন মন্ডল হইয়াছে। ১৬.৪.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে ভজহরি মন্ডল ও ভজন মন্ডল একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি
বিফর দা লার্নেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিকেট অ্যাট কালনা

২০২০ সালের ২৪২ নং ম্যাট মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারীঃ- বিমান বাগদী, পিতা- ক্ষ্যাপা বাগদী সাং- কাশিপুর, পোঃ- ঝাউডাঙ্গা, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন নং- ৭১৩৫১২।

প্রতিপক্ষঃ- কাকলী বাগদী, স্বামী- বিমান বাগদী, প্রযত্নে পিতা- বংশী সর্দার, হাল সাং-গরুইমারি, পোঃ- মাহাতপুর, থানা- চাপড়া, জেলা- নদীয়া, পিন নং- ৭৪১১৬৪।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ ধারামতে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। আদালতের আদেশানুযায়ী জানানো যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞপ্তির দৈনিক খবরের কাগজের জারি হইবার ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষ হাজির হইয়া জবাব দাখিল না করিলে একতরফা শুনানী হইবে।

আদাশঅনুসারে
বেঞ্চ ক্লার্ক, এ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ কালনা

তাং- ২০/০৩/২০২৪

সাধারন বিজ্ঞপ্তি
জেলা- হুগলী মোকাম চুঁচুড়া সদর ডিষ্টিক্ট ডেলিগেট আদালত

সন ২০২১ সালের এ্যাক্ট-৩৯ (প্রবেট), কেস নং- ৫১/২০২১,

শ্রী সুমন্ত ঘোষ,
পিতা- মৃত সুদর্শন ঘোষ, সাং- 'দক্ষিনায়ন', পিপুলপাতি, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৩ **...আবেদনকারী**

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত আবেদনকারী তাহার পিতা মৃত সুদর্শন ঘোষ নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিষয়ে সম্পাদিত উইলের প্রবেট লইবার নিমিত্ত উপরোক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত প্রবেট দরখাস্তে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তাহা উক্ত আদালতে নিজ অথবা উকিল মারফৎ জানাইতে হইবে নচেৎ আবেদনকারীর অনুকুলে একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল

জেলা-হুগলী, থানা- বলাগড়, জে. এল. নং-৭০, মৌজা- একতারপুর। হাল খতিয়ান- ৫৭৭, দাগ নং-৮। হাল খতিয়ান-৮১২, দাগ নং- ১৮০৪, ১৮১১, ১৮৭৭, ১৮৮৩, ১৮৯২, ১৮৯২/২১৯০, ২০০৪, ৩২৬, ৩৭, ৪০, ৫৩৮/৬৬৪, ৫৪১, ৫৫, ৬০১/৭১৭, ৬১৫, ৬২১, ৬৪৬, ৮৯। হাল খতিয়ান-১৮৬০, দাগ নং- ১২১১, ১৭১৩। হাল খতিয়ান- ১৪২৮, দাগ নং- ১৮৩, ৭৪৭।

এ্যাডভোকেট
শ্রী পৃথ্বীরাজকুমার
জেলা আদালত, হুগলী

অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিষ্টিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি
জেলাঃ হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চন্দননগর, সন ২০২১ সালের ৬২ নম্বর প্রবেট মোর্কদ্দমা
চৈতালি শীল ....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোর্কদ্দমার দরখাস্তকারী চৈতালি শীল, স্বামী- শ্রী শিবরাম শীল, পিতা- মৃত অসীম কুমার সেন, সাং- মুন্সীপুকুর (দক্ষিণ), পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলীকে, অসীম কুমার সেন, পিতা- যতীন্দ্রনাথ সেন, সাং- মুন্সীপুকুর, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী তাঁর জীবদ্দশায় বিগত ইংরাজী ২১/০৭/২০০১ তারিখে সুস্থ শরীরে ও স্বজ্ঞানে নিজ স্বাক্ষরিত একটি উইল সম্পাদন করিয়া, বিগত ইংরাজি ১৫/১২/২০০৪ তারিখে পরলোকগমন করিলে উক্ত উইলের প্রবেট লইবার নিমিত্ত দরখাস্তকারী অত্র প্রবেট মোর্কদ্দমা দাখিল করিয়াছেন, এই বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন, নচেৎ মোর্কদ্দমা একতরফা শুনানি অন্তে নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলাঃ হুগলী, থানা ও মৌজা চন্দননগর, ১নং জে.এল. ভুক্ত, ৩নং সীটের অধীন আর.এস.৩৭৪ নম্বর তথা হাল ৮১ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ৬৫৩ তথা হাল ৮৬৫ নম্বর দাগে ০.১০৪ সহশ্রাংস পুকুর মায় যাবতীয় ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ যাহা চন্দননগর পৌরনিগমের ২নং ওয়ার্ডের ৩৮৪ নম্বর হোল্ডিং ভুক্ত মুন্সীপুকুর মেন রোড স্থিত সম্পত্তি হইতেছে, যাহার মূল্য ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা হইতেছে।

দরখাস্তকারীর পক্ষেঃ-	আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী স্বপন কুমার রায়	সৌমেন ঘোষাল, সেরেস্তাদার
এ্যাডভোকেট, চন্দননগর আদালত	ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চন্দননগর হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং, হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১, ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

তীব্র গরমে রাজ্যের সংশোধনাগারের আবাসিকদের সুস্থ রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তীব্র গরমে সংশোধনাগারের আবাসিকদের সুস্থ রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ। গরমের কথা মাথায় রেখে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার, হাওড়া, দমদম-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি সংশোধনাগারে আবাসিকদের জন্য খাবারের মেনুতে পরিবর্তন করা হয়েছে।

এমনিতেই বিভিন্ন সংশোধনাগারে বিভিন্ন শ্রেণির আবাসিকরা রয়েছে। কেউ যাবজ্জীবন সাজা কাটছেন, আবার কেউ কেউ বিচারাধীন আবাসিক। তাদের একেকজনের স্বাস্থ্য অনুযায়ী একেকধরনের খাবার থাকে। তবে এই গরমের তীব্র দাবদাহ থেকে বাঁচার জন্য বেশিরভাগ বন্দিদের দু'বেলা খাবারেই রাখা হয়েছে টকডাল, তেতো, শুক্ত, করোলা, নিমপাতা। এই সব পদ গরমের সময়টায় একরকম বাধ্যতামূলকভাবে মেনুতে রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি, এই গরমে জল থেকে ইনফেকশন বা পেটের অসুখ হয়। সে ক্ষেত্রে জলের পরিশুদ্ধতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কারা দপ্তরের তরফে। সংশোধনাগারে বসানো হচ্ছে বেশ কয়েকটি উন্নত মানের ওয়াটার পিউরিফাই মেশিন। হাওড়া সংশোধনাগার এবং দমদমেও এই একই পদ্ধতিতে জল পরিশুদ্ধতার উপর বাড়তি জোর দেওয়া হচ্ছে। খেয়াল রাখা হচ্ছে যাতে জল থেকে কোনওরকমের ইনফেকশন হয়ে আবাসিকদের শরীরের ওপর কুপ্রভাব না পড়ে।

এই বিষয়ে রাজ্যের ডিআইজি (কারা) দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার-সহ বিভিন্ন সংশোধনাগারে এই গরমের হাত থেকে আবাসিকদের কিছুটা রেহাই দেওয়ার জন্য আমরা খাবারের মেনু থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয়ের ওপরেও বিশেষভাবে খেয়াল রাখছি। রান্নায় বেশি তেল, মশলা দেওয়া হচ্ছে না। একেকজন আবাসিককে তাদের ডায়েট চার্ট অনুযায়ী একেকরকম খাবার খায়। ফলে কোনও আবাসিকের যাতে অসুবিধা না-হয়, সেই বিষয়ের উপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, 'এর পাশাপাশি হাওড়া সংশোধনাগার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার এবং দমদম সংশোধনাগারে চিকিৎসকরা রয়েছেন তাদের সঙ্গেও নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। যাতে সংশোধনাগারের কোনও আবাসিকের মধ্যে যদি শারীরিকভাবে অসুস্থতা দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই এবিষয়ে গুরুত্ব সহকারে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি সংশোধনাগরের বিভিন্ন সেলে দীর্ঘদিনের পুরাতন সিলিং ফ্যানগুলি থেকে আবাসিকরা সেই ভাবে হাওয়া পান না। সেই জন্যই প্রায় ৩০০টি নতুন উন্নতমানের হাই স্পিড ফ্যান ইনস্টলেশনের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। এটি মূলত পরীক্ষামূলক ভাবে করা হচ্ছে। যদি সাফল্য আসে তখন আমরা রাজ্যের অন্যান্য সংশোধনাগারগুলিতে এধরনের ব্যবস্থা করব।'

শুধু যে আবাসিকদের উপরেই এই বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি দেওয়া হচ্ছে তেমন নয়, বরং সংশোধনাগারের রক্ষী যারা রয়েছেন তাদেরও নিয়মিত ওআরএস দেওয়া হচ্ছে যাতে এই গরমে তারা নিজেদের দায়িত্বে অবিচল থাকতে পারেন।

যোগ্য প্রার্থী অথচ যারা এখনও চাকরি পায়নি তাদের কষ্ট অনেক বেশি: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: যারা চাকরি খুইয়েছেন তাদের চেয়ে অনেক কষ্ট বেশি যারা এখনও চাকরি পায়নি। নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, সোমবার ২০১৬ সালের এসএসসি মামলায় রায়ে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন বিকেলে ব্যারাকপুরে বর্ণাঢ্য পদযাত্রার যোগ দিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'যাঁদের চাকরি গিয়েছে তাদের থেকেও অনেক বেশি কষ্ট যোগ্য প্রার্থী যারা এখনও চাকরি পাননি। তাঁরা তো চাকরির দাবিতে দিনের পর দিন ধরনায় বসে আছেন। তবে চাকরির দাবিতে যোগ্য প্রার্থীদের লড়াই সফল হয়েছে।' আদালতের রায় ঘোষণার পর অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন। এপ্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থীর মন্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনওদিন পদত্যাগ করবেন না, যতক্ষণ তাঁর দেহত্যাগ না হয়।' এদিন ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে চিড়িয়া মোড় অতিক্রম করে বিটি রোড ধরে টিটাগড় থানার সামনে পদযাত্রা শেষ হয়। পদযাত্রায় এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী প্রমুখ।

অধিকারী গড় তমলুকে টক্কর তিন বহিরাগতর মাঝে

প্রথম পাতার পর...

২০১৯-এর এই ফলাফল বুঝিয়ে দেয় তমলুক থেকে মুছে যাচ্ছে বাম এবং কংগ্রেস। সঙ্গে এও বুঝিয়ে দেয় সারা দেশে মোদি ঝড় উঠলেও তমলুকের অধিকারী গড়ে শেষ কথা অধিকারী পরিবার। এরপর তমলুকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয় শুভেন্দুর বিজেপিতে যোগদানের পর। তমলুকে জোড়াফুলের জায়গায় মাথা তোলে পদ্ম। তমলুকে বইছে প্রবল গেরুয়া বাতাস। এদিকে আবার ২০২১ এর বিধানসভার হিসেবে অনুযায়ী তমলুক লোকসভার মধ্যে পাঁশকুড়া, পূর্ব তমলুক, নন্দকুমার ও মহিষাদল বিধানসভা তৃণমূলের দখলে। অন্যদিকে ময়না, হলদিয়া, নন্দীগ্রামের মতো গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিধানসভা বিজেপির দখলে। তমলুক লোকসভার অন্তর্গত দুটি পুরসভাও রয়েছে তৃণমূলের দখলে।

তবে লোকসভার আগেই তমলুকে বড় ধাক্কা খায় তৃণমূল কংগ্রেস। তমলুকের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের পদুমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে বিরাট জয় পায় বিজেপি। এদিকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কপালে ভাঁজ ফেলেছে শাসকদলের অন্দরে। এদিকে আবার অভিজিৎকে প্রার্থী করায় ক্ষোভ রয়েছে বিজেপির মধ্যেও। তবে অধিকারী গড়ে নির্বাচনী রণাঙ্গনে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সারথি হিসেবে সবসময়ই পাশে পাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারীকে। তমলুক, কাঁথির মাটি তাঁর হাতের তালুর মতো চেনা শুভেন্দুর। এটা নির্বাচনী লড়াইয়ে অভিজিতবাবুর কাছে যে বাড়তি সুবিধা তাতে সন্দেহ নেই। এদিকে সিপিএমের তরফ থেকে সায়নের মতো যুবককে প্রার্থী করায় আশায় বুক বাঁধছেন বামেরা। পেশাগতভাবে আইনজীবী হলেও বিভিন্ন সময়ে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ, ইস্যু নিয়ে বিশ্লেষণমূলক সমালোচনা করে নেটিজেনদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ফেসবুকে তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা ৫ লক্ষ। ফলে বামের ভোট রামে যাওয়া অনেকটাই এবার আটকাবে বলে ধারনা রাজনৈতিক বিশ্লেষকেদের। অন্যদিকে, একইভাবে দেবাংশু ভট্টাচার্যের জনপ্রিয়তাও কম নয়। ফেসবুকে তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষের কাছাকাছি। ফলে সব মিলিয়ে এবারে কাঁথির লড়াই ত্রিমুখী।

রেল প্রকল্পের জন্য স্থান পরিদর্শন পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলওয়ে প্রকল্পের সমাপ্তির জন্য স্থান পরিদর্শন করল পূর্ব রেলওয়ের কনস্ট্রাকশন বিভাগের একটি প্রতিনিধি দল। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নেতৃত্বে এবং চিফ অ্যাডমিনিসট্রেশন অফিসার (কনস্ট্রাকশন) এবং ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার সহ দলটি প্রকল্পটি এগিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে। গ্রামবাসীদের কাছে ভবাদিঘি পুকুর এলাকার তাৎপর্য স্বীকার করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত করেন যে, স্থানীয় জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব কমানোর জন্য তাঁরা সক্রিয়। বিশেষ করে, তাদের মৎস চাষ ও জল সরবরাহের দিকে নজর রেখে ভবাদিঘি র প্রভাবিত জমির সমপরিমাণ এলাকায় দিঘি প্রসারণ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। গোঘাট-কামারপুকুর অংশের বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা।কামারপুকুর, জয়রামবাটি, বড়গোপীনাথপুর, ময়নাপুর এবং গোকুলনগর , জয়পুরে প্রস্তাবিত স্টপেজগুলির সঙ্গে হুগলি জেলার সংযোগের পথ রেল প্রকল্পটি। বর্তমানে, হাওড়া-গোঘাট লোকাল ট্রেন ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় নেয় এবং যদি বিষ্ণুপুর পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করা হয় তবে আরও ৩০ মিনিট সময় নেবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটের রাজ্যে থাকবে ২৯৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২৬শে এপ্রিল দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটে মোট ২৯৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। এর মধ্যে বুথের নিরাপত্তায় থাকবে ২৭২ কোম্পানি। বাকি কোম্পানি থাকবে স্ট্রং রুম-এর নিরাপত্তা, ভোটারদের আস্থা অর্জনে এবং ভোট পরবর্তী হিংসা দমনের কাজে। এই সঙ্গে ভোটের দিন কোনও গণ্ডগোল হলে চটজলদি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য থাকবে ২৭০কোম্পানি কুইক রেসপন্স টিম। এ ছাড়াও থাকবে ১০ হাজারের বেশি রাজ্য পুলিশ।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মোতায়েন করা হচ্ছে ৭৩ কোম্পানি বাহিনী। থাকছে ৭৩টি কুইক রেসপন্স টিম। দার্জিলিঙে রাখা হচ্ছে মোট ৫১ কোম্পানি বাহিনী এবং ৫০টি কুইক রেসপন্স টিম। কালিম্পঙে মোতায়েন করা হবে ১৬ কোম্পানি বাহিনী ও ১৫টি কিউআরটি। এছাড়া সমতলে অর্থাৎ শিলিগুড়ি এলাকায় মোতায়েন করা হচ্ছে ২১টি কোম্পানি বাহিনী এবং ২১টি কিউআরটি। উত্তর দিনাজপুর জেলার ক্ষেত্রে মোতায়েন করা হচ্ছে মোট ১১১ কোম্পানি বাহিনী। তার মধ্যে ইসলামপুরে রাখা হচ্ছে ৫১ কোম্পানি বাহিনী এবং রায়গঞ্জে রাখা হচ্ছে ৬০ কোম্পানি বাহিনী। সঙ্গে ইসলামপুরের জন্য ৫১টি কিউআরটি ও রায়গঞ্জে ৬০টি কিউআরটি রাখা হচ্ছে।

এর পাশাপাশি যে তিন আসনে ভোট হয়ে গিয়েছে, সেখানেও রাখা হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রথম দফায় বাংলায় জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভোট হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ হয়ে যাওয়া এই তিন লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে প্রতিটি কেন্দ্রে দুই কোম্পানি করে বাহিনী মোতায়েন রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি, স্ট্রং রুমের জন্য ১ কোম্পানি বাহিনী ও ভোট পরবর্তী গোলমালের ঘটনা আটকানোর জন্য ১ কোম্পানি বাহিনী প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। এছাড়া ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদে চার কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন রাখা হবে বলে জানা যাচ্ছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৩ এপ্রিল ২০২৪ ১০ বৈশাখ ১৪৩১ মঙ্গলবার

এক পদে তিন জনের নিয়োগ, অঙ্কিতা ববিতার পর চাকরি গেল অনামিকারও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অঙ্কিতা অধিকারী, ববিতা দাসের পর চাকরি খোয়ালেন অনামিকা রায়-ও। একই পদে তিন বার নিয়োগ। প্রায় একবছর অন্তর নতুন তথ্যের ভিত্তিতে আগের জনের চাকরি গিয়েছিল। সোমবার চাকরি খোয়াডলেন অনামিকা রায়ও। কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে বাতিল হল নেই নিয়োগও। আদালতের নির্দেশে চাকরি হারিয়ে হতাশ অনামিকা রায়। তাঁর কথায়, 'অনেক লড়াই করে চাকরি পেয়েছিলাম। অযোগ্যদের বিপাকে ফেলতে গিয়ে যোগ্যরা চাকরি হারাবে ভাবিনি। অযোগ্যদের জন্য আবার পরীক্ষা দিতে হবে ভেবে আমি ভীষণ হতাশ।'

২০১৬ সালে সহকারী শিক্ষিকা পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারী। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা ছিলেন তিনি। কিন্তু অভিযোগ ওঠে দুর্নীতি করে চাকরি পেয়েছিলেন তিনি। কলকাতা হাই কোর্টে ২০২২ সালে এই সংক্রান্ত মামলায় বাবা ও মেয়েকে ডেকে পাঠায় সিবিআই। মেখলিগঞ্জ থেকে ট্রেনে উঠলেও কলকাতায় পৌঁছনোর আগেই 'উধাও' হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। এর পর সে বছরই ২০মে চাকরি যায় অঙ্কিতার। পরে সিবিআই তদন্তের মুখেও পড়তে হয় তাঁদের। দুর্নীতিতে নাম জড়িয়ে মন্ত্রী পদও হারান পরেশ অধিকারী। নম্বরের বিচারে অঙ্কিতার পদে নিযুক্ত হন ববিতা দাস।

উল্লেখ্য, অঙ্কিতার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকেছিলেন ববিতাই। সেই মামলায় জয়ী হয়ে শুধু চাকরি নয়, বেতন বাবদ অঙ্কিতার উপার্জিত ১৪ লক্ষ টাকাও পেয়েছিলেন তিনি। তবে সেই চাকরি তিনি বেশিদিন করতে পারেননি। আর এক চাকরিপ্রার্থী অনামিকা রায়ের করা মামলায় পরের বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালের ১৬ মে ববিতার চাকরি যায়। অভিযোগ, আবেদনপত্রে তিনি বেশি নম্বর দেখিয়েছিলেন। আদালতের নির্দেশে চাকরি হারান ববিতাও। সহকারী শিক্ষিকা পদে নিযুক্ত হন অনামিকা। অঙ্কিতার সেই ১৪ লক্ষ টাকাও পেয়েছিলেন তিনি। এর একবছরের মধ্যে চাকরিহারা হলেন অনামিকাও।

এসএসসি চাকরি বাতিল নিয়ে তোপ কল্যাণের, পার্থকে দুষলেন কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনেই কলকাতা হাইকোর্ট ২০১৬ সালের এসএসসি মামলাতে ১৯ হাজারের বেশি চাকরিরত শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অন্যান্যদের চাকরি বাতিল করার রায় দেয়। আর লোকসভা ভোটের মুখে এই রায়কে কেন্দ্র করেই শোরগোল শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এই রায়কে 'জাজমেন্ট ইস ইরোনিয়াস, জাজমেন্ট ইস ব্যাড ইন ল' বলে তোপ দাগলেন শ্রীরামপুরের বিদায়ী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সরাসরি এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'এটা আদালতের বিচারপতির অযোগ্যতা। কারণ তুমি কারা ন্যায় আর কারা অন্যায় করেছে, কারা চুরি করেছে কারা করেনি, সেটা ভাগ করতে পারলে না। এটা অদক্ষতা। এদের মধ্যে যারা যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছে তাদেরকে মামলাতে পার্টি করা হল না অথচ সবার চাকরি বাতিল হয়ে গেল। এই ৭৫ ভাগের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ কেউ করেনি। কলকাতা হাইকোর্টে আইন জানা বিচারপতির প্রয়োজন।'

কল্যাণের কথায়, 'প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ন হয়ে গেলে কাউকে চাকরি দেওয়া যায় না। যারা প্যানেলে নাম থাকা সত্ত্বেও চাকরি পাননি, তাঁরা ১০৫০ দিন ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছেন, আজকে তাঁরা কী করবেন? এই বিকাশ ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারী তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল আমরা আপনাদের চাকরি করে দেব। তাঁরা কার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবেন? এদেরকে এরা তা দিয়ে দিয়ে রেখেছিল। আর সিপিএম, বিজেপির আইনজীবীরাই এদের শিকড় উপরে দিলো। এবার ওই প্রার্থীরা কার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে, এটা আমার বড় প্রশ্ন।'

কল্যাণের দাবি, এই রায় সুপ্রিম কোর্টে টিকবে না। সূত্রের খবর রাজ্য সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবে।

অন্য দিকে, এসএসসি মামলায় রায়ের পরই তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে গুটি কয়েক লোকের জন্য এই প্রশ্নের উত্তর এখন ভোটের মুখে দিতে হচ্ছে। এটা অবাঞ্ছিত। কিন্তু চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে যে পাপটা করে গিয়েছেন তার জন্য সরকারকে দলকে উত্তর দিতে হচ্ছে। এই পাপটা ধারাবাহিকভাবে করছেন। অনেক আগে বন্ধ করা উচিত ছিল।' শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কথায়, একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে বিষয়টিকে চিন্তার বলে মনে করেন। যেভাবে বিজেপি যোগ্য মানুষের চাকরি যাওয়াতে আনন্দ প্রকাশ করছে সেটা সঠিক নয়।

বিজেপির রাম মন্দিরের জবাবে বঙ্গে তৃণমূলের হাতিয়ার কালীঘাটের মন্দির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি ভোট যুদ্ধের হাতিয়ার যখন অযোধ্যার রাম মন্দির, বঙ্গে তৃণমূল তখন সতীপীঠ কালীঘাট মন্দিরের সংস্কারের তথ্য তুলে ধরতে চাইছে। কালীঘাটের মা কালীকে আমিষ ভোগ দেওয়ার রীতি আছে। বিজেপি জিতলে কালীঘাট মন্দিরে মায়ের ভোগে আমিষের পদ বন্ধ হবে, প্রধানমন্ত্রীর একাধিক জনসভার বক্তব্য তুলে ধরে এমনই জোরদার প্রচার শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস।

কালীঘাট মন্দিরে প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্কাইওয়াক ও সংস্কার ছাড়াও চূড়াটি সোনা দিয়ে মোড়া হয়েছে। কালীঘাটের মন্দিরের এই সংস্কার কাজকেই ভোটারদের কাছে তুলে ধরছে জোড়াফুল শিবির। কলকাতা দক্ষিণের প্রার্থী মালা রায়ের সমর্থনে একাধিক কর্মিসভায় জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা বিধায়ক দেবাশিস কুমার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর 'নিরামিষ খেতে হবে' বক্তব্য তুলে ধরে সাধারণ মানুষের কাছে কালীঘাট মন্দিরের ভোগের বিষয়কে হাতিয়ার করছেন।

জেলা তৃণমূল সভাপতির সতর্কবার্তা, 'বিজেপি ক্ষমতায় ফিরলে শুধু আপনার আমার খাবার-পোশাক কী হবে তাই ঠিক করবে না, কালীঘাট-তারাপীঠ মন্দিরে মায়ের ভোগও বদলে দেবে।' তৃণমূল সূত্রে খবর, বীরভূম ও বর্ধমানেও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে হাতিয়ার করে তারাপীঠ মন্দিরের ভোগেও মাছ-মাংস বিজেপি বন্ধ করে দেবে বলে প্রচার শুরু করেছে জোড়াফুল শিবির।

কলকাতা দক্ষিণের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে রাজ্য সরকার ও প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলররা যে বিপুল উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন সেটাকেই প্রচারের হাতিয়ার করছেন তৃণমূল প্রার্থী মালা রায়। তিনি বলেন, 'এটা শুধু প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য নয়, ইতিমধ্যেই বিজেপি ক্ষমতায় এসে একাধিক রাজ্যে মাছ-মাংস বিক্রি কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। গৈরিকীকরণের নামে গোটা দেশটাকেই গুজরাত বানাতে চাইছে বিজেপি। বাংলায় মা কালী-মা তারার ভক্তরা নিশ্চয়ই এর জবাব দেবেন।'

মে মাসের প্রথমেই প্রকাশিত হতে পারে মাধ্যমিকের ফল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মে মাসের মধ্যেই মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হবে এমনটা শোনা যাচ্ছিল। যদিও দিনক্ষণ জানা যায়নি।

২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২ ফেব্রুয়ারি থেকে। চলেছিল ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার ৯০ দিনের মাথাতেই প্রকাশ করতে হয় মাধ্যমিকের ফলাফল। ১২ মে ৯০ দিনের সময়সীমা শেষ হচ্ছে। সোমবার পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'মাধ্যমিকের ফলাফল তার আগে বের হবে নাকি সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে শীঘ্রই।' তবে একইসঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন, 'মাধ্যমিকের রেজাল্টের প্রস্তুতি পর্ব শেষ। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে কবে ফল প্রকাশ হবে। ভোটের জন্য রেজাল্ট বেরতে কোনও আইনত সমস্যা আছে বলে আমাদের জানা নেই।' তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি। পর্ষদ সভাপতির এই বক্তব্য থেকে ধারণা করা হচ্ছে, ১২ মে এর আগেই মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ হতে পারে। অর্থাৎ, খুব সম্ভবত মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই ফল প্রকাশের সম্ভাবনা। এদিকে মাধ্যমিক পর্ষদ সূত্রে খবর, পর্ষদের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে।

পর্ষদ সূত্রে খবর, কিছুদিনের মধ্যেই মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে। wbresults.nic.in, www.wbbse.wb.gov.in অফিশিয়াল এই ওয়েবসাইটগুলি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা ডাউনলোড করতে পারবেন রেজাল্ট। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের জন্য এবছর বেশ কিছুটা এগিয়ে আনা হয় মাধ্যমিক পরীক্ষা। ২০২৪-এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০ লাখের সামান্য বেশি।

লেনিনের জন্ম বার্ষিকীতে ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির সামনে বামপন্থীদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। ছবি: অদিতি সাহা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হলেন ভাস্কর গুপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাড়ে তিন মাস পর অবশেষে উপাচার্য পেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। অন্তবর্তীকালীন নতুন উপাচার্য হলেন ভাস্কর গুপ্ত। রাজ্যের প্রস্তাবিত নামেই সিলমোহর দিয়েছেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস। নতুন ভিসি নিয়োগ হতেই আচার্যকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে উপাচার্যের পদ শূন্য থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ জন অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য সিভি আনন্দ বোস। সেই অনুযায়ী শনিবার রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত ৮ জন প্রার্থীকে রাজভবনে জন্য ডাকা হয়েছিল। সেখানে প্রাক্তন যেসব উপাচার্যদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ছিল, তা খতিয়ে দেখা হয়। তবে, শনিবার রাজভবনে হওয়া আলোচনায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নিজে উপস্থিত ছিলেন না। যা নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আগের সন্ধ্যায় আচার্য সিভি আনন্দ বোস অপরসারণ করেন অস্থায়ী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে। গুঞ্জন ওঠে, আচার্য বোসের নির্দেশ অমান্য করে সমাবর্তন করছিলেন তিনি। বৈঠক করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গেও। তারই খেসারত দিতে হয় হয়েছে তাঁকে।

এরপর থেকে কার্যত উপাচার্যহীন অবস্থায় ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল বিরোধের জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। দেশের সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দেয়, দ্রুত ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে। রাজ্যের পাঠানো তালিকা থেকেই এই নিয়োগ করতে হবে বলে দেওয়া হয় নির্দেশ। এরপর আজ রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, আচার্য বোস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে রাজ্যের প্রস্তাবিত ভিসি ভাস্কর গুপ্তকেই নিয়োগ করেছেন। ভাস্কর গুপ্ত ইলেকট্রনিকস ও টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের অধ্যাপক। এ দিন ব্রাত্য বসু নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন,'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য পেয়েছে। আশা করছি এরপর বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও উপাচার্য পাবে। নতুন উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী।'

প্রমোদনগরের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে তৈরি হচ্ছে ধাপার মাঠের মতোই গ্রিন ফিল্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধাপার মতোই বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে লাগোয়া প্রমোদনগরের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনার স্তূপ কমাতে বায়ো মাইনিং পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। আবর্জনা থেকে যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায়, সে জন্য সেখানে গ্রিন ফিল্ড তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কেএমডিএ সূত্রে খবর, প্রমোদনগরে প্রতিদিন জমা হওয়া বর্জ্য পৃথকীকরণের পরে তার একাংশ দিয়ে জৈব গ্যাস তৈরি হবে। এছাড়া জমা বর্জ্যকে কাজে লাগিয়ে নানা জিনিস তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জৈব গ্যাস, প্লাস্টিকের চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি তৈরি করা হবে সেই সঙ্গে ধাপার মতোই বায়ো মাইনিং পদ্ধতিতে গ্রিন ফিল্ড বা জঞ্জালের স্তূপের উপর কৃত্রিম সবুজ ঘাস বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। কেএমডিএ প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছ থেকেও সাহায্য নিচ্ছে।

পরিসংখ্যান বলছে, প্রতিদিন দমদমের তিনটি পুর এলাকা থেকে প্রায় ৮০০ টনেরও বেশি জঞ্জাল প্রমোদনগরের ওই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হয় একসময়। ইএম বাইপাস সংলগ্ন ধাপাকে মূলত জঞ্জালের পাহাড় হিসেবেই সকলে জানতেন। কিন্তু, গত কয়েক বছরে আমূল বদলে গিয়েছে ধাপা। ৬০ একর জায়গা জুড়ে থাকা ধাপার বড় অংশ জুড়ে বায়ো মাইনিং পদ্ধতিতে জঞ্জালের স্তূপের উপর কৃত্রিম সবুজ ঘাস বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। যার দৌলতে এখন ধাপাকে দেখতে লাগছে বাগানের মতো। আগামী দিনে এই জায়গায় বিনোদনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। সে জন্যই গ্রিন ফিল্ড তৈরি করা হয়েছে। ধাপার মতোই প্রমোদনগরের ডাম্পিং গ্রাউন্ডেও যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায়, সে জন্য সেখানে গ্রিন ফিল্ড তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কেএমডিএ সূত্রে খবর, প্রমোদনগরে প্রতিদিন জমা হওয়া বর্জ্য পৃথকীকরণের পরে তার একাংশ দিয়ে জৈব গ্যাস তৈরি হবে। বাকি অংশে নয়নাভিরাম সবুজ মাঠে পরিণত করা হবে।

বিজেপি নেতার ওপর হামলা! অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করলে আন্দোলের হুঁশিয়ারি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাসুদেবপুর থানার জগদ্দল বিধানসভার অধীনস্থ কাউগাছি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকা পল্লিতে বিজেপির জগদ্দল-৪ মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব কর-কে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারার অভিযোগ ঘিরে সোমবার উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগের তির তৃণমূলকর্মী বিশাল সিংয়ের দিকেই।

অভিযোগ, সোমবার ভোর রাতে ঘরের বাইরে শৌচালয়ে গিয়েছিলেন বিপ্লব কর। ঠিক তখনই তাঁর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় এক দুষ্কৃতী। মুখ বাঁধা অবস্থায় হানা দিয়ে তাঁর বাঁ হাতে অস্ত্রের কোপ বসিয়ে চম্পট দেয় ওই দুষ্কৃতী। আক্রান্তের দাবি, হামলাকারীর সঙ্গে আরও দু'তিন জন ছিল। এদিকে এদিন বেলায় আক্রান্ত দলীয় কর্মীকে দেখতে তাঁর বাড়িতে আসেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, হনুমান জয়ন্তী পালনের নামে বিশাল তোলাবাজি করতে চায়। ওঁর নামে থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। আশা করছি, পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করলে তাঁরা আন্দোলনে সামিল হবেন। আক্রান্ত বিপ্লব কর জানায়, পাড়ার বজরংবলী মন্দিরে আগামী ২৩ এপ্রিল 'হনুমান জয়ন্তী' পালন করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী বিশাল সিং। মন্দির কমিটির অনুমতি নিয়ে হনুমান জয়ন্তী করার কথা তাঁকে বলা হয়েছিল। আক্রান্তের অভিযোগ, রবিবার রাতে বলপূর্বক হনুমান জয়ন্তী পালন করার হুমকি দেয় বিশাল। এতেই দু'পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হবার পর তা মিটেও যায়। আক্রান্ত বিজেপির কার্যকর্তা বিপ্লব কর জানান, এদিন ভোর রাতের দিকে বাড়ির বাইরে শৌচালয়ে গিয়েছিলেন। মুখ বাঁধা অবস্থায় এক দুষ্কৃতী অস্ত্র নিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। বিপ্লবের দাবি, হামলাকারী ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় কোপ মারার চেষ্টা করে। কিন্তু মাথা সরিয়ে নেওয়ায় তাঁর বাঁ হাতে কোপ বসিয়ে পালিয়ে যায়। বাসুদেবপুর থানায় তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। যদিও এই ঘটনা নিয়ে কাউগাছি-২ পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান শেখ ইমতিয়াজ আলি বলেন, 'তৃণমূল মারপিটের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। পড়শিদের মধ্যে কোনও কারণবশত ঝামেলা হয়েছে শুনেছি। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।'

পুরসভার কাজ অনলাইনে, বিপুল সাড়া নাগরকিদের, বাড়ছে রাজস্ব আদায়ও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অনলাইনে নাগরিক পরিষেবা মানুষের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিয়ে বিপুল ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্সের আবেদন ও নবীকরণ, বাড়ির নকশা অনুমোদন, নাম পত্তনের মতো পরিষেবার সুযোগ নিচ্ছেন সিংহভাগ নাগরিক। যার কল্যাণে রাজস্ব আদায়ের গতিও বাড়ছে চড়চড় করে।

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে খবর, ২০২০ সালে অতিমারী পর্ব শুরু হওয়ার পর থেকেই অনলাইনে বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়ার কাজে নতুন গতি সঞ্চার হয়। এরপরে ধাপে ধাপে একাধিক পরিষেবা অনলাইনে নিয়ে আসা হয়েছে। যেমন, ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে রাজ্যের ১২৫ টি পুরসভায় অনলাইন ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তার পর থেকে এপর্যন্ত ৪ লক্ষ ৮৭ হাজারের বেশি ট্রেড লাইসেন্সের আবেদন অনলাইনে দেওয়া গিয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনলাইন ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে অনলাইন পদ্ধতিতে প্রায় ২ লক্ষ ট্রেড লাইসেন্সের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। আড়াই লক্ষের কাছাকাছি লাইসেন্সের পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে। একই রকমভাবে এপর্যন্ত ৫২ হাজারের বেশি বাড়ির নকশা ও অনলাইনে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগে বাড়ির নকশা অনুমোদনের জন্য ৬ মাসের বেশি সময় লাগত। এখন প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ অনলাইনে আবেদন জানানোর ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে তা মঞ্জুর করা হচ্ছে বলে ওই দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। তা ১৫ দিনে নামিয়ে আনার লক্ষ মাত্রা ধার্য করা হয়েছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর রাজ্যের ১০২ টি পুর এলাকায় অনলাইনে সম্পত্তিকর জমা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছে। ওই প্রক্রিয়ায় গত আর্থিক বছরে ১৯৩ কোটি টাকারও বেশি রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। ২০২১ সালের নভেম্বর মাস থেকে চালু হওয়া ই মিউটেশন বা অনলাইনে নাম পত্তনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর ১ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশি মানুষ এই পরিষেবার সুযোগ নিয়েছেন বলে দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অনলাইন পরিষেবা কে জনপ্রিয় করে তুলতে পুর দপ্তরের তরফে একটি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে নগরায়ন ভবনে। যার নম্বর ১৮০০৩৪৫৮২৫১। এই নম্বরে ফোন বা ইমেইল মারফত অনলাইন পরিষেবা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্ন এবং অভিযোগের জবাব দিচ্ছেন দপ্তরের কর্মীরা।

সম্পাদকীয়

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অনাস্থার কারণ বিগত এবং বর্তমান রাজ্য-কেন্দ্রের শিক্ষানীতি

সমস্যার গোড়া আজকের নয়। বামফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যে প্রাথমিক স্তরের সরকারি বিদ্যালয়গুলি থেকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজির চর্চা এবং পাশ-ফেল প্রথা উঠে গিয়েছিল। তখন সরকারি স্কুলই ছিল বেশি, বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের ফলে এক দিকে, এ রাজ্যের সাধারণ পড়ুয়ারা ইংরেজি ভাষাতে দুর্বল হয়ে যেতে শুরু করে। আজ ইংরেজি মাধ্যমের প্রতি রাজ্যের মানুষের দুর্নিবার আকর্ষণ আসলে এরই বিপরীত প্রতিক্রিয়া। অন্য দিকে, পাশ-ফেল প্রথা উঠে যাওয়ায় সাধারণ পড়ুয়াদের মধ্যে থেকে পড়া তৈরির উদ্যম চলে যায়। ফলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকরা যত ভাল শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, ছাত্ররা পিছিয়ে পড়ে। এর পরে মাধ্যমিকেও প্রতি পেপারে পাস-মার্ক কমিয়ে ৩০ থেকে করা হয় ২৫। এগ্রিগেটে আগে ৩৪ শতাংশ পেতে হত পাশ করতে হলে। এ নিয়ম উঠে যায়। উচ্চ মাধ্যমিকে প্রতি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হত, দুটো পেপারে মোট ২০০ নম্বরের। সেটাও কমে হয়ে যায় একটি পেপার, ও ১০০ নম্বর। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক; দু'টি পরীক্ষাতেই একটি করে অতিরিক্ত বিষয় নিতে হত, যার একটা নির্দিষ্ট নম্বর বাদ দিয়ে তার উপরে পাওয়া নম্বর মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হত। এই নম্বর যোগের ব্যাপারটি তুলে দেওয়া হয়। ফলে, এই অতিরিক্ত বিষয়টি আজকাল আর কোনও ছাত্র নেয় না। অর্থাৎ, পুরোটা জুড়ে দেখলে আমরা দেখতে পাব, লেখাপড়ার মানের ক্ষেত্রে একটা ধারাবাহিক অবনমনের চিত্র, যার পুরোটাই নীতিগত সিদ্ধান্তের ফল। আর এই নীতি ঠিক করে সরকারের শিক্ষা দফতর, শিক্ষকরা করেন না। অথচ অনেকেই সমগ্র বিষয়টির জন্য কার্যত শিক্ষকদেরই দায়ী করেন। শিক্ষানীতি যাঁরা ঠিক করেন, তাঁরা আড়ালেই রয়ে গেলেন। বিগত শতকের আশির দশকে এই শিক্ষানীতির সর্বনাশা দিকটি দেখতে পেয়ে সুকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো মানুষ প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন, এবং সে জন্য সরকারের বিরাগভাজনও হয়েছিলেন। দীর্ঘ ১৯ বছরের আন্দোলনের পরে শেষ পর্যন্ত প্রাথমিকে ইংরেজি ফিরে এলেও, পাশ-ফেল প্রথা আর ফেরেনি। বরং, ২০০৭ সালে শিক্ষার অধিকার আইনের বলে ২০০৯ থেকে তা রদ হয়ে যায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ মাধ্যমিক পরীক্ষাকেও অপ্রয়োজনীয় বলে তুলে দেওয়ার কথা বলছে। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি অনুসারে সরকারি ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা হবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। এবং কোনও বইয়ের বালাই থাকবে না। ক্লাস থ্রি-ফোর-ফাইভে প্রাইমারি স্কুলে থাকবে সাকুল্যে একটি বই, মাধ্যম মাতৃভাষা। তার পরে মিডল স্কুল, যেখানে তাকে শিখতে হবে হাতে-কলমে কাজ; মাতৃভাষা পর্যন্ত ঐচ্ছিক। মাধ্যমিক পর্যায়ের চার বছরে ৮টি সেমেস্টারে তাকে মোট ৪০টি বিষয় পড়তে হবে। বলুন তো, কোন অভিভাবক এমন 'চমৎকার' সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার উপর ভরসা রেখে নিজ সন্তানকে সেখানে পড়তে পাঠাবেন? অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ অবশ্যই সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি একটা বড় আঘাত। কিন্তু সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা কমে যাওয়ার সেটাই মূল কারণ নয়, বিগত এবং বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের শিক্ষানীতিই এর জন্য মূলত দায়ী।

জন্মদিন

আজকের দিন

মনোজ বাজপেয়ী

১৯৩৮ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী এস জানকীর জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট পর্বাতোরোহী জেমলিং তেনজিং নোরগের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা মনোজ বাজপেয়ীর জন্মদিন।*

শক্তি ভক্তি বীরত্বের প্রতীক সঙ্কটমোচনের
আবির্ভাবই হনুমান জন্মোৎসব

প্রদীপ মারিক

হনুমান ছিলেন রুদ্র অবতার। প্রাচ্যবিদ ফ্রেডরিক ইডেন পারগিটার তত্ত্ব দিয়ে বুঝিয়ে ছিলেন হনুমান ছিলেন একজন দ্রাবিড় লৌকিক ধর্মের দেবতা। দীনাকৃষ্ণদাস রচিত রাসবিনোদ-এ উল্লেখ রয়েছে ত্রিমূর্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একত্রিত হয়ে হনুমানের রূপ ধারণ করেছিলেন। হনুমান হলেন হিন্দু দেবতা ও মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রামচন্দ্রের ঐশ্বরিক সঙ্গী এবং শক্তিও অন্যতম রাম ভক্ত তিনি। মহাকাব্য মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণ-এর মতো আরও কয়েকটি গ্রন্থে হনুমানের উল্লেখ রয়েছে। 'যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্ / বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্' বজরংবলীকে শিবের অবতার মনে করা হয়। আবার হিন্দু ধর্মে উল্লিখিত অষ্ট চিরঞ্জীবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন বজরংবলী। তাঁকে কলিযুগের জাগ্রত দেবতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী রামচন্দ্রের দ্বারা অমরত্বের আশীর্বাদ পাওয়ার পর বজরংবলী গন্ধমাদন পর্বতে বাস করেন। প্রতি বছর চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যে হনুমান জয়ন্তী পালিত হয় সেদিন বজরংবলী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণ অনুসারে, শৈশবে এক সকালে হনুমান ক্ষুধার্ত ছিলেন এবং লাল রঙের সূর্য উদিত হতে দেখেছিলেন। পাকা ফল ভেবে সে তা খেতে লাফিয়ে উঠল। হিন্দু কিংবদন্তির সংস্করণে, দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং হনুমানকে তার বজ্রপাত দিয়ে আঘাত করেছিলেন। এতে হনুমানের চোয়ালে আঘাত লাগে এবং তিনি ভাঙা চোয়াল নিয়ে মাটিতে পড়ে যান। হনুমানের পিতা বায়ু বিরক্ত হয়ে পৃথিবীর সমস্ত বায়ু প্রত্যাহার করে নেন। বাতাসের অভাব সমস্ত জীবের জন্য অপরিসীম দুর্ভোগের সৃষ্টি করেছিল। স্বয়ং মহেশ্বর হনুমানকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং পবনদেব আবার বাতাসকে জীবিত প্রাণীদের কাছে ফিরে যেতে সম্মতি দেন। দেবতা ইন্দ্র নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চান তিনি হনুমানকে একটি বর দেন যে তার শরীর ইন্দ্রের বজ্রের মতো শক্তিশালী হবে এবং তার বজ্রও তার ক্ষতি করতে পারবে না। অগ্নি হনুমানকে বর দেন যে আগুন তার ক্ষতি করবে না, বরুণ হনুমানের অভিলাষ মঞ্জুর করেন যে জল তার ক্ষতি করবে না, বায়ু হনুমানের অভিলাষ মঞ্জুর করেছিলেন যে তিনি বাতাসের মতো দ্রুত হবেন এবং বাতাস তার ক্ষতি করবে না। ব্রহ্মা হনুমানকে বর দেন যে তিনি যেকোনও জায়গায় যেতে পারেন যেখানে তাকে থামানো যাবে না। তাই এই বরগুলি হনুমানকে অমর করে তোলে, যার অনন্য ক্ষমতা ও শক্তি রয়েছে। শৈশবে খুব দুরন্ত ছিল হনুমান, তার বিকৃত চোয়ালের অলৌকিক ক্ষমতা নিরীহ পথিকদের উপর ফালিয়েই ক্ষান্ত হয় নি তিনি ধ্যানরত ঋষিদের কৌতুক করতেন এবং কুটিরে গিয়ে যা ফল পাকর থাকতো সব খেয়ে নিতেন। ক্রোধে, ঋষি হনুমানকে অভিশাপ দেন তার বিশাল ক্ষমতা সে ভুলে থাকবে, যতক্ষণ না কেউ তাকে যৌবনে ক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সমুদ্র পেরোনোর সময় সুগ্রীব হনুমানের অলৌকিক ক্ষমতা মনে করিয়ে দেন। রামায়ণে বর্ণিত, অঞ্জনা যখন রুদ্রের উপাসনা করছিলেন, তখন অযোধ্যার রাজা দশরথও সন্তান লাভের জন্য ঋষি ঋষ্যশ্রঙ্গের নির্দেশে পুত্রকামেষ্ঠীর আচার পালন করছিলেন । ফলস্বরূপ, রাজা দশরথ পায়েস পেয়েছিলেন যা তিনি তিন স্ত্রীকে ভাগ করে দিয়েছিলেন। যার ফলে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। ঐশ্বরিক আদেশ দ্বারা একটি পাখি একটুকু পায়েস ছিনিয়ে নেয় এবং অঞ্জনা যেখানে উপাসনায় নিযুক্ত ছিল সেই বনের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় অঞ্জনার কোলে ছুঁড়ে দেন, পবন প্রসারিত হাতে অঞ্জনার কাছে পৌঁছে দেন সেই পায়সটুকু, জন্ম হয় হনুমানের। পুরণে বর্ণিত দশানন রাবণ কৈলাশে দ্বার পাহারারত নন্দীকে ব্যাঙ্গ করলে, ক্ষিপ্ত হয়ে নন্দী রাবণকে অভিশাপ দিলেন, নর আর বানরের হাতেই রাবণ আর তার কুল ধ্বংস হবে। রাক্ষস বাহিনীর অত্যাচার থেকে ধরিত্রীকে মুক্ত করতে, তথা ভগবান রামের সেবা ও রাম নাম প্রচারের জন্যই রুদ্র অবতার হনুমানের আবির্ভাব। হনুমানজির প্রবল ভক্তির একটি কথা পুরাণে পাওয়া যায়। রামচন্দ্র তখন রাক্ষস বাহিনী আর রাবণকে বধ করে ভাই লক্ষণ ও সীতাকে নিয়ে ১৪ বছর বনবাস শেষে অযোধ্যাতে ফিরেছেন। এই সময় সীতা হনুমানকে একটি মুক্তার মালা উপহার দিলেন। ভক্ত হনুমান মালাটি নিয়ে দেখে, নেড়ে চেড়ে ছিঁড়ে মুক্তোগুলো দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ফেলে দিলেন। সকলে অবাক হয়ে বলল, বনের পশু মুক্তার মালার মর্ম কী জানে? সকলে হনুমানকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'যাহাতে রাম নাম নেই তাহাতে কী প্রয়োজন?' সকলে বললেন, 'তাই যদি হয় তবে তোমার অন্তরে কী রাম নাম আছে, থাকলে দেখাও ?' এই শুনে হনুমানজী নিজের নখ দিয়ে নিজের বুক বিদীর্ণ করলেন। সকলে দেখলেন সেখানে শ্রী রামচন্দ্র ও মা সীতা বিরাজমান। হনুমানজির এই শিক্ষা আমাদের পথ দেখায়। যাতে ভগবানের নাম নেই, যেখানে ভগবানের নাম কীর্তন হয় না, সেই স্থান পরিত্যাগ করা উচিত। রামায়ণের ঘটনার কয়েক শতাব্দী পরে মহাভারতের ঘটনার সময়, হনুমান তার আধ্যাত্মিক ভাই ভীমকে একটি শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ ভীম তার অতিমানবীয় শক্তির জন্য গর্বিত ছিলেন বলে পরিচিত ছিলেন। ভীম দুর্বল বৃদ্ধ বানরের আকারে মাটিতে পড়ে থাকা হনুমানের মুখোমুখি হন। তিনি হনুমানকে সরে যেতে বললেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না। যেহেতু এই সময়ে একজন ব্যক্তির উপর পা রাখা অত্যন্ত অসম্মানজনক বলে বিবেচিত হয়েছিল, হনুমান উত্তরণ তৈরি করতে তার লেজ উপরে তোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভীম মনেপ্রাণে মেনে নিলেন, কিন্তু লেজ তুলতে পারলেন না। ভীম বুঝতে পারলেন যে দুর্বল বানরটি এক ধরনের দেবতা, এবং তাকে নিজেকে প্রকাশ করতে বললেন। হনুমান নিজেকে প্রকাশ করলেন, ভীমের আশ্চর্য হয়ে গেল। হনুমান ভীমকে আলিঙ্গন করল। হনুমান ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ভীম শীঘ্রই একটি ভয়ানক যুদ্ধের অংশ হবেন এবং ভীমকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তার ভাই অর্জুনের রথের পতাকায় বসবেন এবং ভীমের জন্য যুদ্ধ চিৎকার করবেন যা তার শত্রুদের হৃদয়কে দুর্বল করে দেবে। রামায়ণ থেকে জানা যায় হনুমান যখন সীতাকে তার কপালে সিঁদুর লাগাতে দেখেন, তখন তিনি এই প্রথা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে সীতা মা বলেন, এই সিঁদুরই তার স্বামী রামের দীর্ঘ জীবন নিশ্চিত করবে। হনুমান তখন তার পুরো শরীরে সিঁদুর মেখে এগিয়ে যান, এইভাবে রামের অমরত্ব নিশ্চিত হয়। নিজের ভক্তদের সমস্ত সংকট নিমেষের মধ্যে দূর করতে পারেন বলে তাঁর অপর নাম সংকটমোচন। কোনও অশুভ শক্তি তাঁর সামনে টিকতে পারে না।

শাস্ত্র মতে হনুমান চালিসা পাঠ করলে মানসিক শান্তি লাভ করা যায়। পাশাপাশি ব্যক্তির মন থেকে সমস্ত ধরনের ভয় দূর হয়। নেতিবাচক শক্তির প্রভাব দূর করে হনুমান চালিসা। এই চালিসা পাঠ করলে বজরংবলী প্রসন্ন হন। জীবনে সাফল্য লাভ করা যায়। তাই শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহ হনুমান চালিসা পাঠ করা উচিত। এই উপায়ে উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। বজরংবলীর সামনে কোনও অশুভ শক্তি স্থায়ী হতে পারে না। হনুমান চালিসা পাঠ করলে ব্যক্তির বজরংবলীর আশীর্বাদ পায়, পাশাপাশি তাঁদের মধ্যে এক শক্তির সঞ্চার হয়। যার ফলে প্রতিটি ব্যক্তির মন থেকে সমস্ত ভয় মুছে যায়। বিপদ এলে প্রথমেই যা দরকার, তা হল সঠিক সিদ্ধান্ত কিন্তু দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে? ঠিক সেই সময়ই ত্রাতা হিসেবে আসেন ভগবান হনুমান কিন্তু পুরোটাই নির্ভর করছে বিশ্বাসের উপর মনপ্রাণ দিয়ে হনুমানের উপর বিশ্বাস করলে ফল পাবেনই বিশ্বাসেই তো মিলায়ে বস্তু! হনুমান চালিশা পাঠ করা যে কী পরিমাণ উপকারী, তা যারা ফল পেয়েছেন, তারাই জানেন জীবনের সব সমস্যা দূর হয়ে যায় হনুমান চালিশা পাঠ করলে বা শুনলে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব কবি তুলসীদাসকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, রামকে দেখাতে তুলসীদাসকে বন্দি করে রেখেছিলেন ঔরঙ্গজেব তুলসীদাস মুঘল সম্রাটকে বলেছিলেন, রামকে একমাত্র দেখতে পাবেন, যদি আপনি মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকে স্মরণ করেন এরপরেই তুলসীদাস জেলে বসেই লিখলেন হনুমান চালিশা দুষ্ট, অতৃপ্ত আত্মা, নেতিবাচক বা নেগেটিভ এনার্জি দূর হয়ে যায় হনুমান চালিশা পাঠ করলে জীবনে অপার শান্তি বিরাজ করে শনির সাড়ে সাতি চলাকালীন অনেকেরই একের পর এক বিপদ আসতে থাকে এ অবস্থায় আপনাকে বাঁচাতে পারে একমাত্র হনুমান চালিশাই রোজ নিয়ম করে পাঠ করলে বা উচ্চারণ করলে সাড়ে সাতির প্রভাব থেকে মুক্তি মেলে।

হনুমান হলেন শক্তি, বীরত্বপূর্ণ উদ্যোগ ও দৃঢ়তার শ্রেষ্ঠত্ব, প্রেমময়, ও তার ব্যক্তিগত উপাস্য রামের প্রতি আবেগপূর্ণ ভক্তিই এর আদর্শ সমন্বয় হিসেবে দেখা হয়। হনুমান হলেন অমর, তাঁর মৃত্যু নেই। হনুমানজি কলিযুগের দেবতা বলে মনে করা হয়। কারণ কলিযুগে একমাত্র তিনিই হলেন দৃশ্যমান দেবতা। হনুমান জয়ন্তী শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করলে মর্যাদাপুরুষোত্তম রামের কাছেই সেই নিবেদন পৌঁছায়।

জলসংকট

শুভজিৎ বসাক

গরমের দাবদাহে সবাই নাজেহাল। একফোঁটা বৃষ্টি, একটু জলের জন্য সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এরমধ্যেই সম্প্রতি একটি বড়ই দৃষ্টিকটু কিন্তু অতি সাধারণ এক দৃশ্য যা হামেশাই ঘটে চলে সেটাই দৃশ্যত হল। সকাল সাড়ে ন'টা, গরমে ঘেমেনেয়ে সবার মত আমিও কাজে যাচ্ছি। চলার পথে অনতি দূরে রাস্তায় দেখি কল খোলা, ঝরঝর করে জল পড়ে যাচ্ছে। আশেপাশে দোকানগুলো খুলছে, একজন বয়স্ক বাজারের ব্যাগ হাতে তার পাশ দিয়েই শ্লথ গতিতে এড়িয়ে গেল। একজন সাইকেল ছুটিয়ে বৃদ্ধের পাশ দিয়েই এগিয়ে গেল। আমি ছিলাম এদের পিছনে। দৃশ্যটা দেখে এগিয়ে গেলাম, কলটা বন্ধ করে নিজের কাজে চলে গেলাম। এই দৃশ্য নতুন নয় সঠিক কিন্তু চলমান এটাই হতাশাজনক। শুধু নিজের ঘরে জলের অভাব নেই বলে রাস্তাতেও সেই জল নষ্টের দৃশ্য এড়িয়ে যাওয়া সত্যিই উৎকৃষ্ট মানসিকতার লক্ষণ নয়। যারা সেই দৃশ্য দেখে এড়িয়ে গেলেন সমান ভাবে যে বা যারা সেটা নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে চলে গিয়েছে একই অনুৎকৃষ্ট মানসিকতার ভাগীদার।

কিছুদিন আগেই জলসংকটের কষ্টকর বাস্তবের শিকার হয়েছে ব্যাঙ্গালুরু এবং সেই সংকট এখনও চলছে কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ যে অধিকাংশ মানুষেরই নেই সেটা প্রত্যক্ষ করা যায় আজকের মত ঘটনায়। তাহলে জল অপচয়ের একটি সামান্য পরিসংখ্যানে আসা যাক। ব্যাঙ্গালুরুর ঘটনা প্রত্যক্ষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায় সামান্য নড়েচড়ে বসে সম্প্রতি একটি খসড়া জনসমক্ষে এনেছে। সেখানে বলা হয়েছে যে কলের সামনে হাত ধোয়ার সময় ৫ মিনিট কল খুলে রাখলে ১৮ লিটার জল নষ্ট হয়। যদি হাতে সাবান মাখার সময়ে কল বন্ধ রাখা যায়, তাহলে ১৬ লিটার জলের অপচয় বন্ধ করা যাবে এবং মাত্র ২ লিটার জলে হাত ধোয়ার কাজ শেষ করা যাবে। স্নানের সময় একটানা শাওয়ার খুলে রাখলে ৯০ লিটার নষ্ট হয়। কিন্তু সাবান মাখার সময় শাওয়ার বন্ধ করে রাখলে মাত্র ২০ লিটার জলে স্নান সম্ভব। এভাবে দাড়ি কাটার সময়, শৌচালয়ে যাওয়ার সময়, গাছে জল দেওয়ার সময় ঘর মোছা, গাড়ি ধোয়ার সময় পাইপের বদলে মগ, বালতি ব্যবহার করলে কতটা জল বাঁচানো যাবে- সেইসব আছে ওই তালিকায়।

এবারে সবশেষে আরেকটি তথ্যানুযায়ী শুধুই মানুষ এই জলকষ্টের শিকার হচ্ছে না, অবলা বন্যপ্রাণীদেরও প্রাণ কাড়ছে জলসংকট। প্রচণ্ড দাবদাহের প্রভাবে কর্ণাটক সহ দক্ষিণের রাজ্যগুলোয় ক্রমশ বাড়তে থাকা জলসঙ্কট তীব্র হচ্ছে। সম্প্রতি বেঙ্গালুরু শহর থেকে মাত্র ৩৫ কি.মি. দূরে, রামনগর এলাকায় জলের অভাবে দু'টি বয়স্ক হাতির মৃত্যুর খবর প্রকাশ্য হয়েছে। স্থানীয় সূত্র মতে, ৩০ বছর এবং ১৬ বছর বয়সী দু'টি পুরুষ হাতি জঙ্গলে প্রায় ৫০ কি.মি. এলাকা চষে ফেলেও জল পায়নি। রামনগরের কণকপুরা এবং তার সংলগ্ন বেত্তাহাল্লি এলাকায় উদ্ধার হয় দু'টি হাতির মৃতদেহ। প্রাথমিকভাবে বনকর্মীদের মতামত, ডিহাইড্রেশন এবং হিটস্ট্রোকেই মারা গিয়েছে দুটি হাতি। এছাড়াও জলসংকটের সম্মুখীন হয়ে অনেক বন্যপ্রাণীই অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যাঙ্গালুরু শহরের মতোই সংলগ্ন জঙ্গল এলাকাতেও জলের অভাব তীব্র হয়ে তার প্রভাব পড়ছে বন্য জীবজন্তুর জীবনেও।

অতএব নিজের বাড়িতে জল থাকলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে এমন মনে না করে আখছার যে দৃশ্য রাস্তাঘাটে দেখা যায় সেই সম্পর্কেও একটু সজাগ হতে হবে সবাইকেই। ব্যাঙ্গালুরুর ঘটনা একটি দৃশ্য মাত্র, সেটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশি দূরেও নয়। ভারতেরই এক অঙ্গরাজ্যের ঘটনা এখনও চোখ খুলে না দিলে আগামীদিনে প্রকাশিত খবর দেখে হা হুতাশ করা নিজেদের জীবনেই বাস্তব হয়ে ধরা দেবে।।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

স্থায়ীকরণের দাবিতে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে বিক্ষোভ অস্থায়ী কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মীদের বিক্ষোভকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীদের দাবি, তাদের চুক্তি ভিত্তিক কর্মী হিসাবে হাসপাতালে কাজ করাতে হবে। ভবিষ্যতে তাদের কাজের দক্ষতা অনুযায়ী হাসপাতালে স্থায়ী করতে হবে। এদিন তারা আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ দেখায়। জানা গিয়েছে, তাদের বেতন মাত্র ৬০ টাকা। পাঁচ ছয় মাস ধরে তারা বেতন পাননি বলে অভিযোগ।

তাই এক প্রকার বাধ্য হয়েই বিক্ষোভ দেখায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বেতন বন্ধ রাখার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। এই অবস্থায় বেতনের দাবিতে সোমবার সকাল থেকে বিক্ষোভ শুরু করেন হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টারের রুমের সামনে ৬০ টাকার চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা। আর এই বিক্ষোভের কারণেই চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে রোগীদের। কোভিডের সময়ও এই অস্থায়ী কর্মীদের কাজ করিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা এলে তাকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন কর্মীরা। তাদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি। বিক্ষোভকারীদের দাবি, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে অথচ তাদের মাইনে দেওয়া হচ্ছে না। বারবার ওয়ার্ড মাস্টার, একাধিক মেডিক্যালের উচ্চ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বললেও কোনওরকম সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা বলেন, এতদিন পরিশ্রম করেছে, তারা কোথায় যাবে। বুধবার প্রিন্সিপালের সঙ্গে আলোচনায় বসে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে। অপরদিকে ওয়ার্ড মাস্টার শেখ মান্নান আলির দাবি, তিন থেকে চার মাস তাদের বেতন বন্ধ রয়েছে। ওয়ার্ড মাস্টার নাকি গ্রুপ ডি কর্মী। বেতন কেন বন্ধ আছে কি কারণে বন্ধ আছে তিনি কিছুই জানেন না। তবে তিনি বলেন, রোগী কল্যাণ সমিতি ও প্রিন্সিপাল বিষয়টি জানেন। যদিও এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। এখন দেখার ওই সব অস্থায়ী কর্মীদের দাবি পূরণ হয় কিনা।

সিউড়িতে জেলা শাসকের দপ্তরে মনোনয়ন পত্র জমা তৃণমূল, বাম-কংগ্রেস প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: বাজনা পিটিয়ে দলীয় স্লোগান দিয়ে সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দিতে বীরভূমের জেলাশাসকের দপ্তরে দুই প্রতিপক্ষ। কর্মী সমর্থকদের মিছিলে প্রায় ঘণ্টা খানেক স্তব্ধ সিউড়ি শহরের রাস্তা ঘাট। ভোট ঘোষণা হতেই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির ভোট প্রস্তুতি তুঙ্গে। বীরভূম লোকসভা এবং বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য আগামী ১৩ মে ভোট হবে। সোমবার সিপিএমের জেলা কার্যালয় হতে বাম সমর্থিত বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের জোট প্রার্থী কংগ্রেসের মিল্টন রশিদ ও বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী শ্যামলী প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে জোট অনুগামীরা মিছিল করে সিউড়ি শহর পরিক্রমা করে। এরপর মিছিল জেলাশাসকের দপ্তরে আসে ও সেখানে মনোনয়নপত্র জমা দেন তারা। অন্যদিকে বীরভূম জেলা তৃণমূল কার্যালয় হতে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল এবং

বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায় দলীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে আসেন এবং মনোনয়নপত্র জমা দেন।

রামপুরহাট বিধানসভার অন্তর্গত রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাটেরবাঁধের ৩০০টি সংখ্যালঘু পরিবার বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ঘরের হাত ধরে জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগদান করল।

বর্ধমানে চা চক্রে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, টার্গেট হয়ে গেছি আমি এবং ভাইপো। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বলেন, ভোট হয়ে গেলে উনি টার্গেট হন খালি। একজন বাঘিনী ভোট হয়ে গেলে বিড়াল হয়ে যান। আমি মেয়ে, আমি মহিলা আমাকে একা দেখুন কেমন ঘিরে ফেলেছে, যা কর্ম করেছে তার ফল ভোগ করতে হবে আর কেন সহমর্মিতা পাবে না, পুরো বাংলা সমাজকে দুর্নীতিতে ছেয়ে দিয়েছেন নেতাদেরকে চোর বানিয়েছেন, চোরেদেরকে নেতা বানিয়েছেন এই প্রায়শ্চিত্ত ওনাকেই করতে হবে। সোমবার শহর বর্ধমানের মির্জাপুর স্কুল ময়দানে প্রাতঃভ্রমণ সেরে দেওয়ানদিঘি মোড়ে চা চক্রে যোগ দিয়ে এমনই মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ অভিযোগ করেন, দেওয়ানদিঘি মোড়ে আমাদের চা-চক্র হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রবিবার রাত থেকে সমস্ত চায়ের দোকান বন্ধ করিয়ে দিয়েছে তৃণমূলের গুন্ডারা! এই মোড়ে প্রচুর লোক আসেন চা খেতে, প্রচুর চা-এর দোকান সব বন্ধ। চা যদি না খাই আমরা কাজ করতে পারব না নাকি, গরিব মানুষকে কেন কষ্ট দেওয়া হচ্ছে! দিলীপ ঘোষ আসবে বলে চায়ের দোকান বন্ধ করিয়ে দেওয়া হল! এই রাজনীতি কি বর্ধমানে চলবে? প্রশ্ন তোলেন দিলীপ ঘোষ। যে সমস্ত কাজ ওরা করে এসেছে তার ফল ভোগ করবেই বলে জানান বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

আসানসোলের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা বলেছেন, নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রী নয়, উনি প্রচার মন্ত্রী, আট হাজার কোটি টাকার বিমানে প্রচার করে বেরাচ্ছেন, সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দিলীপ ঘোষ বলেন, কারোর বাপের টাকা নাকি, একজন ১৪০ কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী তার তো আরও দামী বিমান হওয়া উচিত। আমরা ভিখারি পার্টি নই। শত্রুঘ্ন সিনহা, কীর্তি আজাদকে ফরেনার বলেও কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

[রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল Sastra সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ(গুলি) ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) শাখা : গরিয়া (০১৪৩২০)** **খ) ঋণগ্রহীতাগণ :** **১. শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ঘরামি** পিতা শ্রী অমৃত লাল ঘরামি **২. শ্রীমতি শচী রানি ঘরামি,** স্বামী শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ঘরামি তাসারালা, সরবেরিয়া-ধামুয়া রোড, মূলটি গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা - মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পব, পিন - ৭৪৩ ৩৭২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিবর্তিত বাস্তু জমি পরিমাণ ৪.৫০ ডেসিমেল এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : তসরালা,পরগনা : বারিদহাটি, জেএল নং ১৪১, এলআর খতিয়ান নং ১০২২, আরএস খতিয়ান নং ২৪৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪২৭, স্থানীয় মুলটি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : মগরাহাট, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭২, বাংলা বিক্রয় দলিল নং ০১২৭০-২০১১ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর মগরাহাট, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ১৬৯২ থেকে ১৬৯৯, **উক্ত প্রেমিসেস স্বত্বাধিকারী শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ঘরামী এবং যথাযথভাবে চৌহদ্দি :** উত্তরে : রাম কানাই মন্ডল এবং গোপাল কৃষ্ণ মন্ডলের জমি, দক্ষিণে : সরবেড়িয়া ধামুয়া সড়ক, পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া কংক্রিট সড়ক, পশ্চিমে : রামকানাই মন্ডল এবং গোপাল কৃষ্ণ মন্ডলের জমি।	১. ১৫.১২.২০২৩ ২. ১৯.০৪.২০২৪ **৩. ১৩,৩৬,৫৩২.৯৫ টাকা** (তেরো লাখ ছত্রিশ হাজার পাঁচশ বত্রিশ টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা) ৩০.১১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
২.	**ক) শাখা : কলকাতা আলিপুর চেতলা (১৪১২০০)** **খ) ঋণগ্রহীতাগণ :** **শ্রী পবন কুমার আগরওয়াল** ১১/ডি, পিকনিক গার্ডেন রোড, পো. এবং থানা - তিলজলা, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৩৯	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবনের সম্পূর্ণ তৃতীয়তলা পরিমাণ বিল্ট আপ এরিয়া ৯৫১ বর্গফুট এবং সমুদয় একতলা ৭২৬ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১১ ছটাক ১২ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা তিলজলা, দাগ নং ৫৩/৭৫, খতিয়ান নং ৮৬, থানা :তিলজলা,প্রেমিসেস নং ১১ডি,পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা :৭০০০৩৯, দলিল নং ৭৯৬৫-১৯৫৭ সালের, **সম্পত্তি প্রয়াত শ্যামলাল আগরওয়াল (সম্পত্তির মালিক) এর নামে । উক্ত প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী হরি চরণ পালের ভবন,দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : বি কে দত্ত রেশন দোকান, পশ্চিমে : বি কে দত্তর ভবন। **স্বত্বাধিকারী : শ্যামল আগরওয়াল।**	১. ১৬.০৮.২০২৩ ২. ১৯.০৪.২০২৪ **৩. ৬,৪৬,৬৩৯.০০ টাকা** (ছয় লাখ ছেচল্লিশ হাজার ছশো উনচল্লিশ টাকা) ৩০.১১.২০০৬ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
৩.	**ক) শাখা : গরিয়া স্টেশন রোড (০৮৬৪২০)** **খ) ঋণগ্রহীতাগণ : শ্রী বিদ্যুৎ দাস (টার্ম লোন হাউজিং)** ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ৩, ৩য় তল, প্রেমিসেস নং ৫৯, ভ্যালি পার্ক, থানা - পাটুলি (পূর্বতন যাদবপুর থানা অধীন) কলকাতা - ৭০০ ০৮৪	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩,অবস্থিত ৩য়তলে (দক্ষিণ পশ্চিম) পরিমাণ আনুমানিক ৮২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২ বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, কিচেন, ২ টয়লেট, বারান্দা মোজাইক মেঝে সমন্বিত অবস্থিত প্লট পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা কমবেশি জেএল নং ২৮, তৌজি নং ৫৬, দাগ নং ৫৪৫ এবং ৫৪৬, খতিয়ান নং ৩৪, মৌজা : বৈষ্ণবঘাটা, থানা : পাটুলি (পূর্বতন থানা : যাদবপুর) পরিচিত পুর প্রেমিসেস নং ৫৯ ভল্লি পার্ক, কলকাতা : ৭০০০৮৪, ওয়ার্ড নং ১১০,দলিল নং ১-৭৮০৬/১৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : খালি জমি,দক্ষিণে : ১৮ ফুট চওড়া সড়ক,পূর্বে : ডা.ব্যানার্জির ভবন,পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী বিদ্যুৎ দাস।**	১. ১১.০৭.২০২৩ ২. ২২.০৪.২০২৪ **৩. ২৬,২৭,৫৩৯.৫১ টাকা** (ছাব্বিশ লাখ সাতাশ হাজার পাঁচশ উনচল্লিশ টাকা এবং একান্ন পয়সা) **৩০.০৬.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
৪.	**ক) শাখা : কলকাতা - সম্মিলনি মহাবিদ্যালয়** **খ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স প্রতিমা স্টোরস স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা : শ্রী চিরঞ্জিত ঘোষ (সিসি এবং টার্ম লোন)** **রেজি ঠিকানা** - শপ নং ৫, ১ম তল, দেবরূপ অ্যাপার্টমেন্ট, ৪০৬, বাঘাযতীন প্লেস, ৮৮/২, বিপ্লব উল্লাসকর দত্ত রোড, পো. বাঘাযতীন, থানা - পাটুলি, ওয়ার্ড নং ১০১, কলকাতা - ৭০০ ০৮৬	**প্রাথমিক :** সমুদয় চলতি সম্পদ মজুত -কাঁচা মাল, পণ্য, প্রচ্ছন্ন ঋণ এবং অন্যান্য চলতি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সংস্থার উভয়ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অবস্থিত ১) দোকান নং ৫, একতলায়, দেবরূপ অ্যাপার্টমেন্ট, ৪০৬, বাঘাযতীন প্লেস,৮৮/২ বিপ্লব উল্লাসকর দত্ত রোড, পো : বাঘাযতীন , থানা : পাটুলি,ওয়ার্ড নং ১০১, কলকাতা :৭০০০৮৬। ২) কিউ ব্লক, প্লট নং ৫৫, বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি টাউনশিপ, ওয়ার্ড নং ১১০, থানা : পাটুলি, পঞ্চসায়র,কলকাতা : ৭০০০৯৪। ৩) ২৯১ রবীন্দ্রপল্লি, বাঘাযতীন, ব্লক এ, কলকাতা : ৭০০০৮৬। **সমপরিমাণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস রুম (বর্তমানে দোকান) অবস্থিত একতলায় উত্তর পূর্ব কোণে চারতলা ভবনে (সামনের অংশে) পরিমাণ কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৮০ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির (এরিয়া ৬ কাঠা ৮ ছটাক ২ বর্গ ফুট) এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত মায় ফিক্সচার, ফিটিংস, বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ইত্যাদি অনুমোদিত ভবন নির্মাণ প্ল্যান অনুযায়ী নং ৫০৫/২০০৩-২০০৪ কেএমসি কর্তৃক অনুমোদিত প্রেমিসেস নং ৪০৬, বাঘাযতীন প্লেস, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০১,মৌজা : চকআমসার, জেএল নং ৩০, তৌজি নং ১৫১, আরএস নং ২১ ১/২, সিএস দাগ নং ৫৩, সিএস খতিয়ান নং ১, আরএস দাগ নং ৬২, এবং আরএস খতিয়ান নং ৩৪, ডিএসআর-১ এবং এডিএসআর অফিস আলিপুর অধিক্ষেত্র, থানা : যাদবপুর, বর্তমানে পাটুলি, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা,। (ডাক ঠিকানা : দোকান নং ৫, একতলা, দেবরূপ অ্যাপার্টমেন্ট, ৪০৬, বাঘাযতীন প্লেস, ৮৮/২, বিপ্লব উল্লাসকর দত্ত রোড, পো : বাঘাযতীন, থানা : পাটুলি,ওয়ার্ড নং ১০১, কলকাতা : ৭০০০৮৬)। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী চিরঞ্জিৎ ঘোষ,** পিতা শ্রী সমীর ঘোষ, বিক্রয় দলিল নং ১-৫১৩/১৯, তারিখ ১৮.০২.২০১৯। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : চলার পথ এবং ২০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : দোকান নং ৩ এর একই দেওয়াল, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : দোকান নং ৪ এর সংযুক্ত দেওয়াল।	১. ০৯.০২.২০২৪ ২. ২২.০৪.২০২৪ **৩. ৯৮,০৮,৬৮৬.২৮ টাকা** (আটানব্বই লাখ আট হাজার ছশো ছিয়াশি টাকা এবং আঠাশ পয়সা) ০২.০২.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ :২৩.০৪.২০২৪ স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর(গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 17.04.2024 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. মেসার্স বসুন্ধরা 2. সুসময় পাল 3. পিঙ্কি পাল 4. মেসার্স এস.পি. টেলিকম	সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ঠিকানা: মৌজা - নাগরথুবা জে.আই. নং 81, দাগ নং 140/699, হাল দাগ নং. 188, সেবক খতিয়ান নং 146, এল.আর. খতিয়ান নং 1493,1494, ওয়ার্ড নং-17, হোল্ডিং নং.192/এন, স্ট্রীট বারালিয়া রোড, পু.থা.-হাবড়া, হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ 24-743263 সীমানা: পূর্ব - মৈনাক কুন্ডুর সম্পত্তি; পশ্চিম - 6 ফুট প্রশস্ত যাতায়াতের জায়গা; উত্তর - নারায়ণ সাহার সম্পত্তি; দক্ষিণ - শিশির বালার সম্পত্তি	KOLHL1800 0478	9 ডিসেম্বর 2023	টা. 2,97,638.20/-	টা. 7,696,607.86/-	টা. 29,76,382/-	04-05-2024	10-05-2025 সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যে 5:30

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.E-auctiontiger.net - এ SARFAESI আইনের বিধানের অধীনে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **09/05/2024**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **10/05/2024**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **11/05/2024**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শনের জন্য বা আরও তথ্য জানার জন্য, সম্ভাব্য দরদাতা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যার **নাম - সঞ্জয় বিশ্বাস, সিনিয়র ম্যানেজার:- পশ্চিমবঙ্গ, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, পি.এস. সৃজন টেক পার্ক, যোগাযোগ: 9831159100 এবং সন্তোষ তিওয়ারী, যোগাযোগ: 9920490126, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, অফিস: বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400098**। ই-অকশনের যে-কোনও স্তরে অনুমোদিত আধিকারিক নিলামটি বা অফার টি স্বীকার করতে বা প্রত্যাখান করতে বা সংশোধন করতে বা বাতিল করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন ই-অকশন কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 23.04.2024
স্থান: কলকাতা
স্বাক্ষরিত **অনুমোদিত আধিকারিক** এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - শান্তনু চৌধুরী, ই-মেল আইডি - shantanu.chowdhury@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬০৯৬৮৮৯৭৭

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ০৯.০৫.২০২৪ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৯.০৫.২০২৪
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১	ঋণগ্রহীতা : মেসার্স সাকেত ইনফ্রাডেভেলপার্স প্রা লি. কর্পোরেট জামিনদাতা: সাকেত প্রোমোটার্স লিমিটেড, এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা (গণ) : ১) **শ্রী সাকেত খৈতান,** পিতা শশী কান্ত খৈতান, ২) **সৌরভ খৈতান,** পিতা বিজয় কুমার খৈতান, ৩) **শ্রীমতি কিরণ খৈতান,** পিতা মাতাদিন টিবরেওয়াল, ৪) **শ্রী অভিষেক টিবরেওয়াল,** পিতা লক্ষ্মন প্রসাদ টিবরেওয়াল, ৫) **শ্রী অরবিন্দ কুমার মিশ্র,** পিতা প্রথম নারায়ণ মিশ্র। **সম্পত্তি ১.** ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য় তল, পরিমাণ এরিয়া ১১৯০ (এক হাজার একশো নব্বই) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া। **(স্বত্ব দখলীকৃত)।** **সম্পত্তি ২ :** ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতল, পরিমাণ এরিয়া ১১০৬ (এক হাজার একশো ছয়) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া। **(স্বত্ব দখলীকৃত)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভবন সাকেত সদন নামে পরিচিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির সমপরিমাণ ভাগ অংশ জমিস্থিত ভবন বা অংশ সমুদয় এরিয়া ১১ (এগারো) কাঠা ২(দুই) ছটাক কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৩১এ, রায় বাহাদুর রোড, থানা : বেহালা, কলকাতা পৌর সংস্থার বরো নং ১৩, ওয়ার্ড নং ১১৮ অধীন,কলকাতা ৭০০০৩৪, আরএস প্লট দাগ নং ৭২৫/১৫১৯ এবং অংশ আরএস প্লট দাগ নং ৭২৫/১৫২৫, নথিভুক্ত আরএস খতিয়ান নং ১১৭৯,মৌজা : পাঁজা সাহাপুর,জেএল নং ৯, তৌজি নং ১৫৯, ২০৬, ২১০,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।উক্ত প্রেমিসেস **সাকেত প্রোমোটার্স লি** কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃ বন্ধকদত্ত দলিল নং ০০৪২৬-২০১৯ দ্বারা বন্ধকদত্ত। সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেসস্থিত সাকেত সদন নির্মিত, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুনীল ঘোষের ভবন, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ২৩১ জমি, রায় বাহাদুর রোড, দক্ষিণে : রায় বাহাদুর রোড, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক।	সম্পত্তি ১ : ক) ৫০,৫৮,০০০.০০ টাকা খ) ৫,০৫,৮০০.০০ টাকা সম্পত্তি ২ : ক) ৪৭,০১,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৭০,১০০.০০ টাকা ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা	২,৬৯,৬২,৭৮৫.০০ টাকা (দুই কোটি উনসত্তর লাখ বাষট্টি হাজার সাতশ পঁচাশি টাকা) ২৪.০২.২০২৩ অনুযায়ী পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে বকেয়া নির্ধারিত জামিনদাতার নিকট যোগাযোগের ব্যক্তি : ৯৬৭৪৭ ১১২৫৫	ক. নেই খ. স্বত্ব দখলীকৃত পর্যবেক্ষণের তারিখ ০২.০৫.২০২৪

সম্পত্তি অনুসন্ধান ১ (সম্পত্তি আইডি - SBIN15196020300) — সম্পত্তি অবস্থান / ফটোগ্রাফস / ভিডিও
সম্পত্তি অনুসন্ধান ২ (সম্পত্তি আইডি - SBIN15196020303) — সম্পত্তি অবস্থান / ফটোগ্রাফস / ভিডিও

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট https://sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ২৩.০৪.২০২৪ স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

পাঞ্জাব নেশনল বৈংক punjab national bank

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এসসার্কেল SASTRA মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ই-মেল : cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তাং অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) শ্রী মদন ঘোষ** পিতা হারাধন ঘোষ **এবং শ্রীমতি রিকু ঘোষ** স্বামী শ্রী মদন ঘোষ **খ) আজিমগঞ্জ শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : বেণীপুর, জেএল নং ৫৩, মোট এরিয়া পরিমাণ ৪ ডেসিমেল,জমির ধরন : ভিটা, মুকুন্দবাগ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা : জিয়াগঞ্জ, জেলা: মুর্শিদাবাদ, ১) বিক্রয় দলিল নং ২২৩২-২০০৯ সালের , মদন ঘোষের নামে,আরএস প্লট নং ৬৮৬, এলআর প্লট নং ৮২০, এবং আরএস প্লট নং ৬৮৭, এলআর প্লট নং ৮১৭, আরএস খতিয়ান নং ২৫৩, ৩১১, এবং পুরানো এলআর খতিয়ান নং ৫৪২, ৫৭১, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৩৫৫৫,এরিয়া পরিমাণ ২ ডেসিমেল। ২) বিক্রয় দলিল নং ৮৩১-২০১৭ সালের, মদন ঘোষের নামে আরএস প্লট নং ৬৮৬, এলআর প্লট নং ৮২০, এবং আরএস প্লট নং ৬৮৭,এলআর প্লট নং ৮১৭, আরএস খতিয়ান নং ২৫৩, ৩১১ এবং পুরানো এলআর খতিয়ান নং ৫৪২,৫৭১, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৩৫৫৫, এরিয়া পরিমাণ ২ ডেসিমেল।উভয় দলিল রেজিস্ট্রিকৃ এডিএসআর অফিস আজিমগঞ্জে, জেলা : মুর্শিদাবাদ, **স্বত্বাধিকারী : শ্রী মদন ঘোষ** পিতা হারাধন ঘোষ, গ্রাম : মোড়লপাড়া বেণীপুর, আজিমগঞ্জ, পো : গোরশামা, থানা : জিয়াগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১২২। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সামেক শেখের খালি জমি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : শিবু শেখের ভবন, পশ্চিমে : অনন্ত ঘোষের জমি।	ক) ০৪.১২.২০২৩ খ) ১৮.০৪.২০২৪ **গ) ৫,২৬,১৭৯.০০ টাকা (পাঁচ লাখ ছাব্বিশ হাজার একশ উনআশি টাকা) টাকা** ৩০.১১.২০২৩ অনুযায়ী ৩০.১১.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সম্পূর্ণ আদায়দান না হওয়া পর্যন্ত
২.	**ক) শ্রীমন্ত কর্মকার** পিতা প্রভাত কর্মকার **খ) বেলডাঙ্গা শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত এক তলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : মানিকনগর, জেএল নং ৫৪, ১)প্লট নং ১০১১২,পুরানো খতিয়ান নং ১৭২, নতুন খতিয়ান নং ৩৯১৩, এরিয়া পরিমাণ ১১.০৫ ডেসিমেল। ২) প্লটনং ১০১১৩,পুরানো খতিয়ান নং ১৭২, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৩৯১৩ এরিয়া পরিমাণ ৫.৬৪৬ ডেসিমেল। মোট এরিয়া পরিমাম ১৬.৬৯৬ ডেসিমেল, জমির ধরন : ভিটা, চৈতন্যপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, কালীতলা, থানা : বেলডাঙ্গা, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পার্টিশন দলিল নং ৬৭৬১-২০১৮ সালের প্রভাত কর্মকার এবং দিবাকর কর্মকারের মধ্যে নথিভুক্ত এডিএসআর বেলডাঙ্গা,মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী :** প্রভাত কর্মকার পিতা প্রয়াত অবনী কুমার কর্মকার, গ্রাম এবং পো : কালীতলা, থানা : বেলডাঙ্গা, জেলা : মার্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৩৩। **চৌহদ্দি :** ১) উত্তরে : দিবাকর কর্মকারের খালি জমি, দক্ষিণে : অভিভূষণ মন্ডল এবং বিশ্বনাথ মন্ডলের ভবন, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : দুলাল বিশ্বাসের ভবন। ২) উত্তরে মন্দির, দক্ষিণে : আভিভূষণ মন্ডলের খালি জমি, পূর্বে : নালা (ভান্ডারদহ বিল), পশ্চিমে : সড়ক।	ক) ১৬.০১.২০২৪ খ) ১৯.০৪.২০২৪ **গ) ৪০,৮৪,৯১১.০০ টাকা (চল্লিশ লাখ চুরাশি হাজার নশো এগার টাকা) টাকা** ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সম্পূর্ণ আদায়দান না হওয়া পর্যন্ত
৩.	**ক) অখিল কুমার মন্ডল পিতা অশোক মন্ডল** **খ) মুর্শিদাবাদ শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজ : গঙ্গারামপুর, জেএল নং ১১২, প্লট নং ৬৪৫, খতিয়ান নং ১২, এরিয়া পরিমাণ ৯.৬৬ ডেসিমেল মোট ২৯ ডেসিমেল থেকে, জমির ধরন : ভিটা,শিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গঙ্গারামপুর, থানা : নবগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, দান দলিল অনুযায়ী নং ১৭৯৭-২০০১ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী : অভিজিৎ মন্ডল** পিতা অনিল কুমার মন্ডল, গ্রাম : গঙ্গারামপুর, পো এবং থানা : নবগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৮৭। চৌহদ্দি : উত্তরে : ভবন, দক্ষিণে : অন্যান্যর ভবন, পূর্বে : রাস্তা, পশ্চিমে : বাগান।	ক) ১৬.০১.২০২৪ খ) ২০.০৪.২০২৪ **গ) ১১,৩২,৩৩০.২০ টাকা (এগার লাখ বত্রিশ হাজার তিনশ তিরিশ টাকা এবং কুড়ি পয়সা) টাকা** ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সম্পূর্ণ আদায়দান না হওয়া পর্যন্ত
৪.	**ক) রাজিয়া বেওয়া** স্বামী রফিকুল ইসলাম **খ) মুর্শিদাবাদ শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা ভবন অবস্থিত মৌজা : মহিষাস্থলী,জেএল নং ০৬, প্লট নং ১০৭০/২৯৫০,পুরানো খতিয়ান নং ৬৬৩/২৮৭, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৬৬৩০, ৬৬৩১, ৬৬৩২, এরিয়া পরিমাণ (০.৫-১.৭৫-১.৭৫) সমান সমান - ৪ ডেসিমেল, ৪ নং মহীষাস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ভগবানগোলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ১-৩৪২৩-১৯৯০ সালের অনুযায়ী, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর লালবাগ, মুর্শিদাবাদ, **স্বত্বাধিকারী ১. রিজিয়া বেওয়া,** স্বামী রফিকুল ইসলাম, **২. মহ রৌশন, ৩. মহ রাইহান ওরফে রনি,** উভয়ের পিতা রফিকুল ইসলাম, গ্রাম এবং পো : মহীষাস্থলী, থানা : ভগবানগোলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৭৮। চৌহদ্দি : উত্তরে : ফৈমুদ্দিন শেখ এর ভবন, দক্ষিণে : তাহিন ইসলামের ভবন, পূর্বে : রাস্তা, পশ্চিমে : গুরুপদ সাহার খালি জমি।	ক) ০৫.০১.২০২৪ খ) ২০.০৪.২০২৪ **গ) ৪,৪৫,০৫৩.১২ টাকা (চার লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিপান্ন টাকা এবং বারো পয়সা) টাকা** ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সম্পূর্ণ আদায়দান না হওয়া পর্যন্ত
৫.	**ক) দিলরুবা খাতুন** **খ) মুর্শিদাবাদ শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত দোতলা ইটের বসবাসের তথা বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত মৌজা : বেগমনগর,জেএল নং৯৪, সাবেক প্লট নং ১৮০৬, এলআর প্লট নং ১৮৪০,পুরানো খতিয়ান নং ২১৫৪, এলআর খতিয়ান নং ৪১২৫, এরিয়া পরিমাণ ৩ ডেসিমেল, জমির ধরন: বাড়ি, তেঁতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, তেঁতুলিয়া, থানা এবং জেলা : মুর্শিদাবাদ, দান দলিল নং১২-২০০৯ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর লালবাগ, **স্বত্বাধিকারী : বেগম হোসেনারা রৌসন,** স্বামী মহ ইয়ের আলি, ২. বাগবুল রশিদা বিবি,স্বামী আবদুল হোসেন,গ্রাম : খুনিয়াপুকুর, পো : ভৈরবপুর,থানা এবং জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৩০২। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া মেটাল পিডব্লুডি রোড, দক্ষিণে : ওয়াসেফ আলির ভবন, পূর্বে : মজিবুর রহমানের খালি জমি,পশ্চিমে: উমর আলির ভবন।	ক) ০৮.০১.২০২৪ খ) ২০.০৪.২০২৪ **গ) ১৩,৮০,২৫৪.৪৮ টাকা (তেরো লাখ আশি হাজার দুশো চুয়ান্ন টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা) টাকা ৩১.১২.২০২৩** অনুযায়ী ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সম্পূর্ণ আদায়দান না হওয়া পর্যন্ত
৬.	**ক) মহ আকসারুল হক** পিতা মহ মারজেম হোসেন **খ) জিয়াগঞ্জ শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : পলাশী সোনাডাঙ্গা,জেএল নং ৯৩, এলআর প্লট নং ৩২, পুরানো হাল খতিয়ান নং ৬৫৫/২, ৪৭১/১, ৭১৪/১, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৩৫৭৫, এরিয়া পরিমাণ ৪.২০৫ ডেসিমেল, জমির ধরন :ভিটা,আমধারা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : রানিতলা, জেলা: মুর্শিদাবাদ,দান দলিল নং ৩৩২৫-২০২০ সালের এবং ১১৩৩৭-২০২২ সালের, উভয় সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর ভগবানগোলা। **স্বত্বাধিকারী : মহ আকসারুল হক** পিতা মহ মারজেম হোসেন,গ্রাম এবং পো : কোলান সোনাডাঙ্গা, থানা :রানিতলা,জেলা: মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১২৩। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মিহাজুদ্দিন শেখ এর জমি,দক্ষিণে : আশিরুদ্দিন শেখ এর ভবন, পূর্বে : ইয়াদ শেখ এর জমি, পশ্চিমে : পঞ্চায়েত সড়ক।	ক) ০৪.১২.২০২৩ খ) ২২.০৪.২০২৪ **গ) ১৮,২২,১৯৫.৪৪ টাকা (আঠার লাখ বাইশ হাজার একশ পঁচানব্বই টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা) টাকা** ৩০.১১.২০২৩ অনুযায়ী ৩০.১১.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সম্পূর্ণ আদায়দান না হওয়া পর্যন্ত

তারিখ : ২৩.০৪.২০২৪ স্থান : বহরমপুর — অনুমোদিত অফিসার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

রাজ্যে দুর্নীতি মামলায় সমস্ত চাকরি বাতিল

চাকরি বহাল থাকলেও খুশি নন নলহাটির সোমা দাস

মিলন গোস্বামী

বীরভূম: হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যে শিক্ষক পদে নিয়োগ বাতিল হল ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের। নিয়োগ বাতিল হওয়ায় রাজ্যজুড়ে ভোটের আগে ক্ষোভ বাড়বে বলে সূত্রের খবর। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এই সিদ্ধান্ত বড় ধাক্কা তা নিঃসন্দেহে, তবে সবথেকে বেশি চিন্তার ২০১৬ সালের প্যানেলে যে সমস্ত শিক্ষকরা এতদিন চাকরি করেছেন তাদের বেতন সুদ সহ ফেরত দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট। তবে নতুন নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেওয়াই চাকরিপ্রার্থীদের আশার আলো কিছুটা হলেও রইল। রাজ্যে শুধুমাত্র বীরভূমের নলহাটির সোমা দাসের চাকরি বহাল থাকার ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট। রাজ্যে যখন ২০১৬ সালের সমস্ত প্যানেলে প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে বাতিল, তখন শুধুমাত্র সোমা দাসের চাকরি বহাল কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরোপুরি খুশি নন সোমা। সংবাদমাধ্যমে নলহাটি ১ নম্বর ব্লকের মধুরা হাই স্কুলের বাংলার শিক্ষিকা সোমা দাস বলেন, চাকরিতে দুর্নীতি হয়েছে তা প্রমাণিত কিন্তু যে জন্য আন্দোলন সেই আন্দোলনে প্রকৃতযোগ্য প্রার্থীরা চাকরি পেলে তবেই ভালো লাগবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, তিনি যোগ্য প্রার্থী এবং পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং পরীক্ষায় পাশও করেছিলেন কিন্তু পাশ করা সত্ত্বেও ও মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশে আদালতের নির্দেশে ব্লাড ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার জন্যই তিনি চাকরি পেয়েছেন এই দাগ তার কপালে সারা জীবন থেকে গেল। আর সোমার যুক্তি চাকরি ক্ষেত্রে নৈতিকতা বজায় খুবই জরুরি ২০১১ এবং ২০১৬ এই দুটি বছরেই এসএসসি পরীক্ষা প্যানেল হয়েছে তারপর আর হয়নি ফলে দীর্ঘদিন ধরে চাকরি প্রার্থীদের অবস্থা নাজেহাল

এবং এর জন্য চাকরি নিয়ে যারা কালোবাজারি করেছেন তারা যেমন দায়ী, পাশাপাশি শিক্ষকতার আদর্শকে কালিমা লিপ্ত করে নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে যারা অন্যায়ভাবে চাকরি নিয়েছিলেন এইসব ভুয়ো চাকরিপ্রার্থীদের আজকের এই পরিণতি। আর এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে হাজার হাজার যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের। আদালতের নির্দেশে সমস্ত প্যানেল বাতিল হলেও অনেকেই মনে করছেন কিছু চাকরি প্রার্থী হয়তো অসৎ পথ অবলম্বন করলেও কিছু যোগ্য প্রার্থী ছিলেন যারা প্রকৃতই চাকরি পাবার যোগ্য। কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ায় সমস্ত প্যানেল বাতিল করায় কিছু শিক্ষক যে বেকায়দায় পড়লেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মনোনয়ন জমা দিলেন সিপিআইএমের দুই প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান ও বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র সিপিআইএমের দুই প্রার্থী নীরব খান ও ডক্টর সুকৃতি ঘোষাল মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন। সামনেই আসছে লোকসভা ভোট। হাতে মাত্র আর কিছুদিনের অপেক্ষা, একদিকে যেমন জোরকদমে চলছে সমস্ত দলের প্রার্থীদের প্রচার অন্যদিকে একে একে বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। পূর্ব বর্ধমান ও বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম দুই প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন। বেশ কয়েক সংখ্যক মানুষের সমাগমে এক সুষ্ঠ সুন্দর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে মিছিল করে এসে সিপিআইএম এর দুই প্রার্থী এই মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন। সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে নীরব খান বলেন, মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছেন, তাই আমার নিশ্চিত সঠিকভাবে স্বচ্ছভাবে ভোট হলে আমরা জিতব। অনেক জায়গায় পঞ্চায়েত ভোট বলুন বা অন্যান্য উপ নির্বাচনগুলো বলুন

সবগুলোতে আমরা জিতছি। অন্যদিকে ডক্টর সুকৃতি ঘোষাল জানান, স্বচ্ছভাবে চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হওয়া প্রয়োজন। এই সরকার শিক্ষায় যে দুর্নীতি ঘটিয়েছে সেইটার প্রমাণ হাইকোর্টের রায় অযোগ্য চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ বাতিল করে দেওয়া। ন্যায় বিচার সবসময় স্বচ্ছ প্রার্থীদের সঙ্গে থাকবে। আমারা চাই সঠিক এবং যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ হোক।

ডিজেল খেয়ে মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: খেলার ছলে লম্ফের মধ্যে থাকা ডিজেল খেয়ে মৃত্যু হল ১১ মাসের এক শিশুর। দেহ ময়নাতদন্ত হলে সোমবার দুপুর ২টো নাগাদ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। মৃত শিশুর নাম আরিবা খাতুন, বাড়ি বীরভূম জেলার পাইকর থানার অন্তর্গত গোয়ালমাল এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ২০ এপ্রিল ঘটনাটি ঘটে, তড়িঘড়ি তাকে প্রথমে গোয়ালমাল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে সেদিন তাকে রেফার করা হয় রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে, সেখানে একদিন চিকিৎসা চলার পর অবস্থার অবনতি হলে তড়িঘড়ি তাকে সেখান থেকে রেফার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন চিকিৎসকরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

হাসপাতাল ঠান্ডা রাখতে ছাদে বিছানো হল খড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: তীব্র গরম আর সেই গরমে কাবু হচ্ছেন কালনা মহকুমা হাসপাতালে ফিমেল মেডিসিনে ভর্তি থাকা রোগীর আত্মীয় পরিজন থেকে শুরু করে রোগীরা। গরমের হাত থেকে রক্ষা পেতে বড় স্ট্যান্ড ফ্যান দিয়েও সুরাহা না পেয়ে দিন সোমবার পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শ মতো ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডের ছাদে ধানের খড় বিছিয়ে তার উপরে জল দিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করল, কালনা হসপিটাল কর্তৃপক্ষ। কালনা হাসপাতাল সুপার অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার এর উপস্থিতিতে এদের সোমবার বেলা বারোটা নাগাদ, কালনার হসপিটালের ফিমেল মেডিসিনের ছাদে খড় বিছিয়ে জল দেন হসপিটালের কর্মীরা। এ প্রসঙ্গে কানলা হসপিটালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার গৌতম বিশ্বাস তিনি জানান, হসপিটালের ফিমেল মেডিসিন বিভাগে প্রচন্ড গরমের কারণে রোগীরা থাকতে পারছিলেন না। এই কারণেই কমপ্লেন আসছিল, পিডাব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শ মতো প্রাথমিকভাবে ওয়ার্ডটিকে ঠান্ডা করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	অমৃতভাই প্রহ্লাদভাই প্যাটেল	০০০১৬৩৫	৩১০	৬৩৮৫০১-৬৪০২৫০	১,৭৫০
২.	উমা দুধেওয়ালা	০০২৩৬২৮	৪৪৬৭	৮১১৭৮৫৬-৮১২০৯১৫	৩,০৬০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ২২ এপ্রিল, ২০২৪

কেন্দ্রীয় সরকার
কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে

২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৩) এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ অধীন বিষয় সম্পর্কিত।
২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩(৩) এবং সবেরা ভিনকম এলএলপি, রেজিস্টার্ড অফিস ৮/১ লাল বাজার স্ট্রিট,২য়তল, রুম নং ৫, থানা : হেয়াব স্ট্রিট, লালবাজার, কলকাতা : ৭০০০০১,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত।
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, এলএলপি তার রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছে। যেকোনও ব্যক্তির এলএলপি এর রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের জন্য স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রেজিস্টার্ড ডাকে বা হাতে হাতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১(একুশ) দিনের মধ্যে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা এবং কোম্পানির উক্ত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে নোটিশ পাঠাতে পারেন।
সবেরা ভিনকম এলএলপি-এর পক্ষে
সুহৃদ দেওরা
ডেজিগনেটেড পার্টনার — **তারিখ : ২৩.০৪.২০২৪**
(ডিন -০০৯৩৬১৬৪) — **স্থান : কলকাতা**

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
র‍্যাফটেক মাল্টিট্রেডারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**র‍্যাফটেক মাল্টিট্রেডারস প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১০.০৪.২০১২
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	**U74999WB2012PTC179901**
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	হাউস নং ২০৭, ১ম তল, ধরসা দখিন পাড়া (বাল্টিকুরি) হাওড়া, পব ৭১১১১২
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২০.০৪.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৭.১০.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	অভিষেক গুপ্তা নং - IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯১ Avishek@optimusresolution.net
১০	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	cirp.rmpl@gmail.com সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৯১
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৪.০৫.২০২৪
১২	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত (আইআরপি)	প্রযোজ্য নয়
১৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে র‍্যাফটেক মাল্টিট্রেডারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২০.০৪.২০২৪ তারিখে।
র‍্যাফটেক মাল্টিট্রেডারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৪.০৫.২০২৪ তারিখেঅর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
তারিখ : ২৩.০৪.২০২৪ — অভিষেক গুপ্তা
স্থান : কলকাতা — রেজি নং IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499

এসবিআই, আরএসিপিসি বিধাননগর (১৫৩৪২)

জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬ ভি আই পি রোড,
কলকাতা - ৭০০০৫৪ ই-মেল - sbi.15342@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী সুনীল কুমার সিং মেসার্স উইলওন রয়্যালটিস গার্মেন্টস** স্বত্বাধিকারী শ্রী সুনীল কুমার সিং পিতা শ্রী অনন্ত প্রসাদ সিং ২৪ চণ্ডীগড় মেন রোড, মধ্যমগ্রাম বাজার, পিন - ৭০০১২৯ **আরও** - ৮০৮/এ, শ্রী নগর নং ৩, রবীন্দ্রনগর, পো. গঙ্গানগর, থানা - মধ্যমগ্রাম, পিন - ৭০০১৩২ **শাখা : আরএসিপিসি বিধাননগর এবং এসএমইসিসি বিধাননগর**	**তপশিল সি : অংশ ১ :** অনুগ্রহ করে উল্লেখ করা উচিত সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি : যেমন চলতি সম্পদ, মায় মজুত, বুক ডেটস,আদায়যোগ্য,ব্যবহারযোগ্য পণ্য, এবং স্পেয়ার্স এবং দায়বদ্ধ অস্থাপর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি যা (তপশিল সি)নথি তে উল্লেখ করা হয়েছে। **মজুত এবং অন্যান্য আদায়যোগ্য** **অংশ ২ :** অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন স্থাবর সম্পত্তির যা ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত যা বন্ধকি নথিতে /দলিলে (তপশিল বি) নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। **সম্পত্তির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৩০ বর্গফুট বা ১.৮৫৪১২ কাঠা এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : দোহারিয়া, জেএল নং ৪৫, আরএস নং ১৩২, তৌজি নং ১২, আরএস দাগ নং ১৪০২, আরএস খতিয়ান নং ১৬৬, পুরসভা হোল্ডিং নং ৮০৮/এ, শ্রীনগর, প্রেমিসেস নং ৪/১৯, নীলগঞ্জ রোড, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ৮, মধ্যমগ্রাম পুরসভা, এডিএসআরও বারাসত, উল্লেখ্য দলিল নং ১-০১৪১৪-২০১৩ সালের। **সম্পত্তি শ্রী সুনীল কুমার সিং এর অনুকূলে নথিভুক্ত।** **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দাগ নং ১৪০২ সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **পূর্বে :** হুমাইপুর মৌজা জমি, **পশ্চিমে :** দাগ নং ৩৫ জমি।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০৯.০৪.২০২৪ এনপিএ তারিখ ২৮.০৯.২০২৩	লোন এ/সি নং ৩৫৩৫৯১৪৯০১৩ (এইচবিএল) ৩৫৩৫৯১৪৯৩৯৭ (সুরক্ষা) ৩৭১৬১৮৭৭৮৭০ (সিসি) ৪০২৩৪৯৬৩০৯২ (ডব্লিউসিটিএল) এবং ৪০২৩৪৯৫৩৬৭৪ (এফআইটিএল) ৩৬,৫৩,৫২৭.০০ টাকা (ছত্রিশ লাখ তিপান্ন হাজার পাঁচশ সাতাশ টাকা) ০৬.০৪.২০২৪ অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ২৩.০৪.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - বিধাননগর — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L70109WB1947PLC015087
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ফোন নং : ৪০৫৫৬৮০০, ইমেল: bengalsteel@bengalsteel.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৩
	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১২.০০	১২.০০	১২.০০	৪৮.০০	৪৮.০০	১২.০০	১২.০০	১২.০০	৪৮.০০	৪৮.০০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	২.৪৫	৪.২৯	২৬.৬৫	৯.২২	২২.৪২	২.৪৪	৬.২৮	২৬.৩২	৮.৯২	২২.০৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	২.৪৫	৪.২৯	২৬.৬৫	৯.২২	২২.৪২	২.৪৪	৬.২৮	২৬.৩২	৮.৯২	২২.০৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	২.০৯	৩.৬১	২৩.১৫	৭.৭৮	১৮.৯৩	২.০৮	৫.৮৮	২২.৮২	৭.৪৮	১৮.৬০
বর্তমান সময়ের মোট আয় (এই সময়ের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য আয় (কর পরবর্তী))	২.০৯	৩.৬১	২৩.১৫	৭.৭৮	১৮.৯৩	২.০৮	৫.৮৮	২২.৮২	৭.৪৮	১৮.৬০
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৪৯৮.০৪	৪৯০.২৫	-	-	-	৪৯৩.৩২	৪৮৫.৮৫
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	০.০৪	০.০৭	০.৪৭	০.১৬	০.৩৯	০.০৪	০.১২	০.৪৭	০.১৫	০.৩৮

দ্রষ্টব্য : সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bengalsteel.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন.আগরওয়াল
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২ এপ্রিল, ২০২৪

কেশোরাম ইন্ড্রাস্ট্রিস লিমিটেড

KESORAM
রেজিস্টার্ড অফিস : ৯/১ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১

৩১ মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

₹/কোটি

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
		চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্ষের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৩ (অনিরীক্ষিত)	চলতি বর্ষ পূর্ব বর্ষ ৩১-মার্চ-২০২৪ (নিরীক্ষিত)	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৩ (নিরীক্ষিত)	চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্ষের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৩ (অনিরীক্ষিত)	চলতি বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৪ (নিরীক্ষিত)	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,০১৪.৯৫	৯০২.২৩	১,০১১.৭৮	৩,৭৮৩.৫৪	৩,৬০৩.৯৩	১,০৯৩.৯৬	৯৭০.৪৮	১,০৭০.৮২	৪,০৩৫.৯৪	৩,৮৪৮.৩১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব) (*)	(৬০.৭০)	(৩৮.৫৬)	(৫.১১)	(১৫৬.৯৭)	(১৩৩.১৩)	(৬৭.১৮)	(৫১.৩০)	(২৫.১৬)	(২২৪.৬১)	(২১১.৭৩)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(১২৫.৫৪)	(৩৮.৫৬)	(৫.১১)	(২২১.৮১)	(৩০৬.২০)	(১১৬.৮০)	(৫১.৩০)	(২৫.১৬)	(২৭৪.২৩)	(৩৮৪.৮০)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(২৫৩.১৬)	(৩৬.১২)	(৬.০৮)	(৩৩১.৬৭)	(১১৫.৬৭)	(২৪৪.৪২)	(৪৮.৮৬)	(২৬.১৩)	(৩৮৪.০৯)	(১৯৪.২৭)
৫	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	(২৫১.৯২)	(৩৬.৪৪)	(৩.৩৮)	(৩৩০.৮৮)	(১১০.৪৮)	(২৩৭.৬৭)	(৪৯.৩৮)	(২৫.২০)	(৩৭৮.৩৭)	(১৮৯.৮৫)
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত)	-	-	-	৬.৫৯	৩৩৭.৪৭	-	-	-	(২১৫.৯৪)	১৬২.৪৩
৮	সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮
৯	নিট মূল্য	৩১৪.১৯	৫৬৬.১১	৬৪৮.২৩	৩১৪.১৯	৬৪৮.২৩	৫০.১৫	২৮৭.৮২	৪২৮.৫২	৫০.১৫	৪২৮.৫২
১০	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ₹ ১০/- মূল্যের)										
	১. মৌলিক (₹)	(৮.১৫)	(১.১৬)	(০.২০)	(১০.৬৮)	(৪.০৭)	(৭.৮৭)	(১.৫৭)	(০.৮৪)	(১২.৩৬)	(৬.৮৩)
	২. মিশ্রিত (₹)	(৮.১৫)	(১.১৬)	(০.২০)	(১০.৬৮)	(৪.০৭)	(৭.৮৭)	(১.৫৭)	(০.৮৪)	(১২.৩৬)	(৬.৮৩)

* ব্যতিক্রমী দফাগুলি ইন্ড এএস অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য:
(ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়রমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ করা ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্মাটের সারাংশ। ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্মাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesocorp.com-তে পাওয়া যাবে।
(খ) ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের রাশিগুলি হল পুরো আর্থিক বর্ষ সম্পর্কিত নিরীক্ষিত রাশি এবং প্রাসঙ্গিক আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত অনিরীক্ষিত রাশিগুলির মধ্যে ভারসাম্যকারী রাশি।
(গ) উপরোক্ত ফলাফলটি নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ২২ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।

বোর্ডের আদেশক্রমে
পি রাধাকৃষ্ণণ
হোলটাইম ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও
DIN: 08284551
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২ এপ্রিল, ২০২৪

CIN: L17119WB1919PLC003429 | Phone: 033 2242 9454, 2243 5453, 2213 5121
e-mail: corporate@kesoram.com | Website: www.kesocorp.com

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড

CIN: L51109WB1981PLC034037
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ইমেল: asutosh@asutosh.co.in ফোন নং : (০৩৩) ৪০৫৫-৬৮০০

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৩
	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	(২.০১)	৩৮১.০০	(৬.৮১)	৭৫৫.১৫	১৫৪.৮১
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(২.০১)	৩৮১.০০	(৬.৮১)	৭৫৫.১৫	১৫৪.৮১
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(১৭.৩৬)	২৭৫.৩৫	(৫.৪৮)	২৫৯.১৫	১১১.১৪
মোট আনুপুঙ্খিক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সন্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)	(১৭.৩৬)	২৭৫.৩৫	(৫.৪৮)	২৫৯.১৫	১১১.১৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১,৭৬১.৩২	১,২৩২.১৭
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	(০.৭৭)	১২.২৯	(০.২৪)	২৩.৬১	৪.৯৬

দ্রষ্টব্য : সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.asutosh.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন.আগরওয়াল
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২ এপ্রিল, ২০২৪

ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ল অন্তত ২০টি বাড়ি ক্ষতি কয়েক লক্ষাধিক টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হল ২০টি বাড়ি। ঘরবাড়ি হারিয়ে নাবালক ছেলেমেয়েদের নিয়ে রাস্তায় বসেছেন কুড়িটি পরিবারের সদস্যরা। সোমবার সকালে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিছাপা এলাকায়। এই অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকেই দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ চেষ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর অভিযোগ, এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ঘরে মজুত থাকা ফসল থেকে শুরু করে অলংকার এবং আসবাবপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনেকের আবার নগদ টাকাও পুড়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি প্রশাসনের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সহযোগিতার আশায়। যদিও এব্যাপারে মালদা জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন। ক্ষতিগ্রস্তদের সবরকমভাবে সাহায্যের সহযোগিতা করার কথা বলা হয়েছে। দমকল এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ৭টা নাগাদ এলাকার একটি বাড়ির রান্নাঘর থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমা বাতাসের কারণেই আগুনের তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। পরপর বাড়িগুলিতে আগুন ধরে যায়। সেই আগুনের প্রকোপে ওই এলাকার আরো ২০টি বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। আগুনের প্রকোপ এতটাই বেশি ছিল যে ঘর থেকে আসবাবপত্র ও খাদ্য শস্য সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী পর্যন্ত বের করার সময় পাননি ক্ষতিগ্রস্তরা। এমনকী আগুন দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলেও তারাও আগুন নিভাতে ব্যর্থ হন। খবর দেওয়া হয় হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসিহাটা দমকলে। প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল কর্মীরা। ততক্ষণে এলাকার প্রায় অধিকাংশ বাড়ি পুড়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিকাংশ পুরুষেরা ভিন রাজ্যে কাজ করে। তাদের নিজস্ব কোনও জায়গা নেই। পাট্টা পাওয়া জায়গায় কোনওরকমে টিন, টালি, চাটাই দেওয়া বাড়ি বানিয়ে রয়েছেন তাঁরা। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে আনুমানিক ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি দাবি করেছে।

এদিকে এই ঘটনার পর ওই এলাকায় পৌঁছয় রাজ্যের সংখ্যালঘু দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তাজমুল হোসেন। তিনি বলেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি যাতে অবিলম্বে সরকারি সাহায্য পাই সেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের ভিডিও তাপস পাল জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ২০টি পরিবারের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এই পরিবারগুলিকে আপাতত আশ্রয়ের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি পরিবারকেও সমস্ত রকম সহযোগিতা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর মৃত্যু চিকিৎসায় উদাসীনতার অভিযোগে বিক্ষোভ হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পাঁচ মাসের এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনায় চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় উদাসীনতার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। সোমবার সকালে এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায়। পুরো বিষয়টি নিয়ে মৃত গৃহবধূর পরিবারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল সুপার ডা সুমিত তালুকদারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। পাশাপাশি এদিনের মৃতের পরিবার ও গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চাঁচল থানার পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম তুলসি রানি দাস (২৫)। তার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা এলাকায়। রবিবার রাতে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ওই পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। এরপরই চিকিৎসা না পেয়ে সোমবার ভোরেই মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর বলে অভিযোগ।

মৃতের এক দাদা দশরথ দাস জানিয়েছেন, রাতে হাসপাতালে বোনকে ভর্তি করার পর থেকে ওর কোনও চিকিৎসা হয়নি। বোন পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। পেটের যন্ত্রণা নিয়েই ভর্তি হয়েছিল সে। হাসপাতালে ভর্তির পর থেকেই ধীরে ধীরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। আমরা একাধিকবার হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের রোগীর সমস্যার কথা জানিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ কোনো গুরুত্ব দেয়নি। বরঞ্চ চাঁচল হাসপাতালের একাংশ আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। রোগীর কাছ থেকে আমাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে চিকিৎসা না পেয়ে এদিন মৃত্যু হয় তুলসি রানি দাসের। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার অভিযোগের কথা সুপারকে জানিয়েছি।

চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের সুপার ডা সুমিত তালুকদার জানিয়েছেন, রোগী মৃত্যুর ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি রয়েছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা হবে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, আগে থেকেই ওই অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল। মালদার মেডিক্যাল কলেজেও রেফার করার কথা ও জানানো হয়েছিল। কিন্তু বাড়ির লোকেরা রোগীকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যেতে চাইনি। রোগীর মৃত্যু নিয়ে যে অভিযোগ হয়েছে, তা অবশ্যই আমরা খতিয়ে দেখব।

বনাধিকার আন্দোলনের পাশে সিপিএম প্রার্থী সোনামণি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সোমবার ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী সোনামনি টুডুকে দলের শিলদা আঞ্চলিক অফিসে বনাধিকার গ্রাম সভা মোর্চার পক্ষ থেকে একটি দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গ তথা জঙ্গলমহলের বনাধিকারের বঞ্চনা ও সরকারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়।

সিবিআইএম প্রার্থী কথা দেন, বিভিন্ন সভা সমাবেশে আদিবাসীদের এই অরণ্যর অধিকার নিয়ে কথা বলবেন। তিনি বলেন, আদিবাসীদের বনাধিকারের বিষয়টি তার খুব পছন্দের ইস্যু। আদিবাসী মানুষ যাতে তাদের অধিকার পান সে জন্য তিনি চেষ্টা করবেন।

আলোচনার সময় সোনামণি টুডু জানান, অযোধ্যা পাহাড়ের আন্দোলনের সময় কিভাবে সেখানকার মানুষ বনাধিকার আইন রূপায়নের জন্য লড়াই করেছেন সকলেই দেখেছেন। প্রতিটি দেওয়ালে এই আইন নিয়ে দেওয়াল লিখন হয়েছে।

২৫ হাজার চাকরি বাতিলের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে দুষলেন মহম্মদ সেলিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: টাকা আদায় করতে তৃণমূল নেতাদের নাম সামনে আনুন। তাদের বাড়ি ঘেরাও করুন। হাইকোর্টের নির্দেশে ২৫ হাজার স্কুল শিক্ষকের চাকরি যেতেই বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই পরামর্শ দিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, স্কুল সার্ভিস কমিশন সব অন্যায় করেছে। আর এই অন্যায় হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে, শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে। মহম্মদ সেলিমের অভিযোগ, কালীঘাট আর নবান্ন থেকে সব পরিকল্পনা হয়েছে। আর তৃণমূল ভবন থেকে তার প্ল্যান হয়েছে। টাকা ফেরত দিতে হবে।

দীর্ঘ শুনানির পর সোমবার হাইকোর্টে রায় ঘোষণা হয়েছে। তাতে ২৫ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর নির্বাচনী প্রচার ছেড়ে বহরমপুরে সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, এই রায় সুদূরপ্রসারি। এর ইমপ্যাক্ট রয়েছে। রাজ্যে হাজার হাজার বেকার চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন। তার মধ্যে অনেক যোগ্য প্রার্থীকেও চাকরি হারাতে হল। মুখ্যমন্ত্রী হাইকোর্টকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। আইনজীবীদের দোষী দেখাতে চেয়েছেন। হাইকোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে যোগ্যদের তালিকা চেয়েছিল। শিক্ষামন্ত্রী সহ স্কুল সার্ভিস কমিশনের অনেকেই জেলে। স্কুল সার্ভিস কমিশন তালিকা দেখাতে পারেনি। এরপর হাইকোর্ট অযোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা চেয়ে বসে। তাও দেখাতে পারেনি। এরপর টিপ্পনি কেটে মহম্মদ সেলিম কাকুর কণ্ঠে ভাইপো ধরা পড়তে পারে। তাই কিছুই সামনে আনা হয়নি। অনেকেই টাকা,দিয়েছেন। এরমধ্যে বহু জন রয়েছেন যারা যোগ্য। আমি বলব এরজন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আর শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে স্কুল সার্ভিস কমিশন সব অন্যায় করেছে। এরপর টাকা আদায়ের জন্য চাকরি করানো স্কুল শিক্ষকদের তৃণমূল নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করার পরামর্শ দেন মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, টাকা আদায় করতে হবে। এরজন্য বাম ছাত্র যুব সংগঠন আপনাদের সঙ্গে আছে। যাদের টাকা দিয়েছেন সেই সব তৃণমূল নেতাদের নাম সামনে আনুন। তাদের বাড়ি ঘেরাও করুন। টাকা আদায় করতেই হবে।

ভাতারের এরুয়ার হাইস্কুল মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা

হল হেলিকপ্টারের ট্রায়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: আজ মঙ্গলবার লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির জনসভা ভাতারের এরুয়ার হাইস্কুল মাঠে। ৪০ ঘণ্টা আগে ভাতারের এরুয়ারে সভা হবে সেই খবর জানতে পারে ভাতার বিধানসভার বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী। তাই জোর কদমে প্রস্তুতি চলছে। এরই মধ্যে সোমবার হেলিকপ্টার ট্রায়াল হল। পরীক্ষামূলকভাবে হেলিকপ্টার অবতরণ করা হয়। হেলিপ্যাডে সবকিছু ঠিক আছে বলে জানান হেলিপ্যাডে যারা দায়িত্ব রয়েছেন। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা চোখে পড়ার মতো। লোকজনদের বসার ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং যানবাহন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মীদের উৎসাহ থেকে পড়ার মতো।

একই সঙ্গে মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থী, করলেন সৌজন্য বিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: একইদিনে প্রায় একসঙ্গে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে গিয়েছিলেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান ও বিজেপি প্রার্থী নির্মল সাহা। মনোনয়ন কেন্দ্রেই দুই প্রার্থী খেলোয়াড় ও চিকিৎসক সুলভ আচরণে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানান। একে অন্যকে বেস্ট উইসেস জানান। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পর বেরিয়ে এসে ভারতীয় প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা ইউসুফ পাঠান বলেন, এত মানুষ আমার পাশে আছে দেখে খুব ভালো লাগছে। জোরদার লড়াই হবে। উন্নয়নের ইস্যুতেই লড়বে তৃণমূল।

বহরমপুরের তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের মনোনয়নের দিন শহরে তৃণমূল সমর্থকদের জনস্রোত আছড়ে পড়ল। ব্যান্ড, তাসা সহ মিছিল করে সোমবার দুপুরে মনোনয়ন কেন্দ্রে আসেন প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা। বহরমপুর লোকসভার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সমর্থক এদিনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার মিছিল সামিল হয়েছিলেন। ইউসুফ পাঠানের সঙ্গে ছিলেন, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সতকার, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি, ভতপুরের বিধায়ক, রেজিনগরের বিধায়ক, বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান।

দুপুর একটা নাগাদ টেক্সটাইল মোড়ের জেলা তৃণমূল কার্যালয় থেকে মিছিল করে জেলা প্রশাসনিক ভবনে আসেন ইউসুফ পাঠান। ইউসুফ পাঠানের মনোনয়নকে কেন্দ্র করে এদিন ত্রিস্তর নিরাপত্তা বলয়ে প্রশাসনিক ভবন মুড়ে ফেলা হয়েছিল। ইউসুফ পাঠান ঢোকার কিছুক্ষণ আগে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে আসেন বিজেপির চিকিৎসক প্রার্থী নির্মল সাহা। মনোনয়ন কেন্দ্রেই দু'জনের মধ্যে আলাপ হয়। কুশল বিনিময় হয়। নাইরে এসে ইউসুফ পাঠান বলেন, উনি আমাকে বেস্ট উইসেস জানিয়েছেন। আমিও ওনাকে বেস্ট উইসেস জানিয়েছি। এই কেন্দ্রে অপর এক হেভিওয়েট প্রার্থী পাঁচবারের সাংসদ অধীর চৌধুরী। অধীর চৌধুরীর সঙ্গে কেমন লড়াই হবে? সাংবসদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইউসুফ পাঠান বলেন, সেটা মানুষই ঠিক করবে। এরপর একটু থেমে বলেন, জোরদার লড়াই হবে।

বহরমপুর লোকসভা এবার রাজ্যের মানুষের কাছে নজরকাড়া কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে ত্রিমুখী লড়াইয়ে সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। মনোনয়ন জমা দিতে বাকি রয়েছেন অধীর চৌধুরী। আগামী ১৩ মে চতুর্থ দফায় এই কেন্দ্রে নির্বাচন রয়েছে।

মহুয়া মৈত্রের রাঁচি যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে রাহুল সিনহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: অবিলম্বে এসএসসি দুর্নীতির নায়িকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পদত্যাগ করতে হবে। ন্যূনতম লজ্জাবোধ থাকলে পদত্যাগ করুন। আর মহুয়া মৈত্রের রাঁচি যাওয়ার সময় করে এসেছে। কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসে এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য নেতা রাহুল সিনহা। পাশাপাশি তিনি বলেন, মানুষের যে উৎসাহ দেখছি এবারে দেশদ্রোহী মহুয়াকে পরাজিত করবে। এদিন কৃষ্ণনগর এবং রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের দুই বিজেপি প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে এবং হাজার হাজার কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অমৃতা রায় নদিয়ার জেলাশাসকের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন। অন্যদিকে রানাঘাট কেন্দ্রের প্রার্থী জগন্নাথ সরকার এদিন কৃষ্ণনগরের অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। অমৃতা রায়ের সমর্থনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসে রাহুল সিনহা বলেন, অবিলম্বে মমতা ব্যানার্জিকে পদত্যাগ করতে হবে। তার কারণ ২০১৬ সালে এসএসসি চাকরি পরীক্ষায় যে দুর্নীতি হয়েছিল তা আদালত মুখোশ খুলে দিয়েছে। আর ভগবান সহায় আছে এমন সময় এই দুর্নীতি সামনে উঠে এল যেখানে এখনো একাধিক বোর্ড গ্রহণ প্রক্রিয়া বাকি রয়েছে। মানুষ ভোটের মধ্য দিয়ে এবার তৃণমূলকে জবাব দেবে। অন্যদিকে মহুয়া মৈত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মহুয়া মৈত্র একজন দেশদ্রোহী। দেশবিরোধী কাজ করার জন্য তার সাংসদ পদ বাতিল হয়েছে। সেখান থেকেই তিনি এনার্জি পেয়ে এদিক ওদিক ছুটে বেরাচ্ছেন। অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, অভিষেক ব্যানার্জি একটা চোর। ও কাকে এক নম্বর বলল বা দু'নম্বর বলল তাতে কারোর কিছু এসে যায় না।

অন্যদিকে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে আরও একবার কৃষ্ণনগর লোকসভার মানুষকে ধন্যবাদ জানান তিনি। তিনি বলেন, বেলেডাঙা ফ্লাইওভার থেকে শুরু করে পলাশী সুগার মিল এবং কৃষ্ণনগর করিমপুর রেলপথ এই প্রধান তিনটি কাজ আমাকে করতেই হবে। পাশাপাশি জেতার বিষয়ে তিনি ১০০ শতাংশ আশাবাদী বলেও জানান।

হুগলি স্টেশনে হিটস্ট্রোকে প্রাণ হারালেন ভবঘুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্ল্যাটফর্মে বসেছিলেন। তীব্র গরমে একেবারে নাজেহাল দশা। গরম গা, গলদঘর্ম দশা। হঠাৎই নুইয়ে পড়েন বছর ৫৫-এর এক প্রৌঢ়। মুহূর্তে শেষ! প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হিটস্ট্রোকের বলি ওই ভবঘুরে। ঘটনাস্থল হুগলি স্টেশন। হুগলি স্টেশনের ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝে বেঞ্চের নীচে বসে ছিলেন ওই প্রৌঢ়। স্টেশনের এক দোকানদার জানান, ওই প্রৌঢ়কে হুগলি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা যায়। তিনি কেক ও জল খাওয়ান। এরপর প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চেই শুয়ে পড়েন ওই ভবঘুরে। তিনি জানান, সকালেও খাবার খেতে দেন তিনি। তবে ওই প্রৌঢ় তা খেতে চাননি। দুপুর তখন আড়াইটে।

বুদবুদে বিজেপির কর্মিসভায় দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মানুষের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ফল তৃণমূলকে ভুগতে হবে, যারা হাজার হাজার কোটি টাকা কামিয়েছে তাদের এবার জেলে যেতে হবে। আদালতের নির্দেশে ২০১৬ সালের এসএসসির নিয়োগ পত্র বাতিলের বিষয়ে সোমবার দুপুর দুটো নাগাদ বুদবুদে বিজেপির কর্মিসভায় যোগ দিয়ে এমনটাই বলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। এদিন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গলসি বিধানসভার অন্তর্গত সমস্ত বুথ কর্মীদের নিয়ে কর্মিসভার আয়োজন করা হয়েছিল বুদবুদ বাইপাসে একটি ম্যারেজ হলে। সেখানে কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর পাশাপাশি কিভাবে কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করবে সেই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এদিন বুদবুদের কর্মসূচি সেরে তিনি দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

বহিষ্কৃতদের দলে ফেরাল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পঞ্চায়েত ভোটের সময় দলের সঙ্গে মত মতপার্থক্যের জেরে যারা দল ছেড়ে চলে গিয়েছিল তাদের আবার দলে ফিরিয়ে নিল তৃণমূল নেতৃত্ব। দল ছাড়ার পর পঞ্চায়েত নির্বাচনে এরা অনেকেই নির্দলে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। সেই সব নেতা-নেত্রী এবং নির্দল পঞ্চায়েতদের দলে ফেরাল তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব। সোমবার জেলা সভাপতি সুজয় হাজরার হাত ধরে দলে ফেরেন তারা। লোকসভা নির্বাচনের আগে দলের শক্তি বাড়াতেই বহিষ্কৃত নেতা কর্মীদের পুনরায় দলে ফেরানো হল বলে দলের জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা জানান। সোমবার সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে বহিষ্কৃতদের যোগদান করানো হয়। মূলত গড়বেতা ২ নম্বর ব্লকের শারবৎ ৮ নম্বর অঞ্চলের সভাপতি, মাইনরিটি সেলের ব্লক সভাপতি মণিরুল খান, এসটি সেলের সভাপতি কিষান হেমব্রম, ব্লক যুব তৃণমূলের সহ সভাপতি চিন্ময় মাহাতো সহ বেশ কিছু বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা দলে ফিরে আসেন। তাদের আগের মতোই সংগঠনের কাজ করার নির্দেশ দেন জেলা সভাপতি। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ জনকে ফেরানো হয়েছে। তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে দলে ফেরার অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন।

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞাপিত জিইএম বিড নংঃ জিইএম/২০২৪/বি/৪৮৬৯৮৮১, তারিখঃ ১৭.০৪.২০২৪। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার , পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘরঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ- **কাজের নামঃ** প্রি-ওনড্ প্রোডাক্টের জন্য কাস্টমাইজড্ এএমসি/সিএমসি- জিইএম বিড নংঃ জিইএম/২০২৪/বি/৪৮৬৯৮৮১ তারিখঃ ১৭.০৪.২০২৪ অনুযায়ী জিইএম-এর মাধ্যমে আউটসাইড এজেন্সী দ্বারা টার্নকি ভিত্তিতে দুই বছর সময়সীমার জন্য লোকো কমপ্লেক্স, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়ায় ১০ টন এবং তার বেশী ক্যাপাসিটির ১২টি ইওটি ক্রেনের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি), এটিসি অনুযায়ী। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৮৯,২৮,৫৬২ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,৭৮,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৭.০৪.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৭টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং সম্পূর্ণ বিবরণ **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। MISC-23/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

যশস্বীর যশে সপ্তম জয় রাজস্থানের
আইপিএলে আবার হারল হার্দিকের মুম্বই

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলের ১০০তম ম্যাচ সুখের হল না হার্দিক পাণ্ডের। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে তাঁর দল হেরে গেল ৮ উইকেটে। সবাইকে অবাক করে টস জিতে প্রথমে ব্যাট নিয়েছিলেন হার্দিক। মুম্বই করে ৯ উইকেটে ১৭৯ রান। জবাবে রাজস্থান ১৮.৪ ওভারে ১ উইকেটে করল ১৮৩ রান। সঞ্জু স্যামসনের দলের জয়ের দুই নায়ক যশস্বী জয়সওয়াল এবং সন্দীপ শর্মা। ৯ উইকেটে ম্যাচ জিতে আইপিএলের প্লেঅফের দিকে আরও এক পা এগিয়ে গেল প্রতিযোগিতার প্রথম বারের চ্যাম্পিয়নেরা।

১৮০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা একটু ধীরে করেন যশস্বী এবং জস বাটলার। তবে ইনিংস যত এগিয়েছে তত রান তোলার গতি বাড়িয়েছেন রাজস্থানের ব্যাটারেরা। সঞ্জুদের ইনিংসের ৬ ওভারের পর বৃষ্টি নামে। ৪০ মিনিট বন্ধ থাকে খেলা। তাতেও রাজস্থানের ইনিংসে বিঘ্ন ঘটেনি। বাটলার ২৫ বলে ৩৫ রান করে পীযূষ চাওলার বলে আউট হয়ে গেলেও ২২ গজের অন্য প্রান্তে অবিচল ছিলেন যশস্বী। নিজের এবং দলের ইনিংসকে মসৃণ ভাবে এগিয়ে নিয়ে গেলেন তিনি। যশপ্রীত বুমরাকেও রেয়াত করলেন না তরুণ ওপেনার। এ বারের আইপিএলে তেমন রান পাচ্ছিলেন না। প্রশ্ন উঠছিল তাঁর ফর্ম নিয়ে। সোমবার সমালোচকদের জবাব দিল তাঁর অনবদ্য শতরানের ইনিংস। ৫৯ বলে শতরান পূর্ণ করলেন যশস্বী। শেষ পর্যন্ত তিনি অপরাজিত থাকলেন ৬০ বলে ১০৪ রানে। মারলেন ৯টি চার এবং ৭টি ছক্কা। মাঠের সব দিকে শট নিলেন। যশস্বীকে যোগ্য সঙ্গত করলেন রাজস্থান অধিনায়ক সঞ্জুও। তিনিও সাবলীল ভাবে ব্যাট করলেন। মুম্বইয়ের বোলারেরা রাজস্থানের ব্যাটারদের তেমন কোনও সমস্যায় ফেলতেই পারেননি গোটা ইনিংসে। সঞ্জুর ব্যাট থেকে এল ২৮ বলে ৩৮ রানের ঝকঝকে ইনিংস। মারলেন ২টি করে চার এবং ছয়। মুম্বইয়ের বোলারদের মধ্যে পীযূষ ৩৩ রানে ১ উইকেট পেলেন। জয়পুরের ২২ গজে সাধারণ দেখাল বুমরা, হার্দিকদের।

প্রথমে জয়পুরের ২২ গজে সুবিধা করতে পারেননি মুম্বইয়ের উপরের দিকের ব্যাটারেরা। সন্দীপ এবং ট্রেন্ট বোল্টের দাপটের সামনে ২০ রানে ৩ উইকেট হারায় মুম্বই। তার পরেও মুম্বইকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দেন দুই তরুণ তিলক বর্মা এবং নেহাল ওয়াধেরা। পর পর আউট হয়ে যান রোহিত শর্মা (৬), ঈশান কিশন (শূন্য) এবং সূর্যকুমার যাদব (১০)। বড় রান পেলেন না পাঁচ নম্বরে নামা মহম্মদ নবিও। আফগানিস্তানের অলরাউন্ডার করলেন ১৭ বলে ২৩ রান। মারলেন ২টি চার এবং ১টি ছয়। ৫২ রানে ৪ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর মুম্বইয়ের ইনিংসের হাল ধরেন তিলক এবং নেহাল। ছয় নম্বরে ব্যাট করতে নামা নেহালের ব্যাট থেকে এল ২৪ বলে ৪৯ রানের ইনিংস। মারলেন ৩টি চার এবং ৪টি ছয়। মাত্র ১ রানের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া করলেও বোল্টের বলে আউট হওয়ার আগে তিলকের সঙ্গে ৯৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়ে তোলেন তিনি।

রাজস্থানের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের ইনিংসকে ভরসা দিলেন মূলত তিলক। চার নম্বরে নেমে ২২ গজের এক প্রান্ত আগলে রেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত। তিনি করলেন ৪৫ বলে ৬৫ রান। তাঁর ইনিংসে রয়েছে ৫টি চার এবং ৩টি ছক্কা। রান পেলেন না অধিনায়ক হার্দিকও (১০)। মুম্বইয়ের শেষ দিকের ব্যাটারেরাও উল্লেখ যোগ্য কিছু করতে পারেননি।

এই ম্যাচে নবিকে আউট করে বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে আইপিএলে ২০০ উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন যুজবেন্দ্র চহাল। ৪৮ রান খরচ করে একটিই উইকেট পেলেন লেগ স্পিনার। সফলতম সন্দীপ ১৮ রানে ৫ উইকেট নিলেন। রাজস্থানের অন্য বোলারদের মধ্যে বোল্ট ৩২ রানে ২ উইকেট, আবেশ খান ৪৬ রান দিয়ে ১ উইকেট নিলেন। এ দিনও উইকেট পেলেন না রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বোল্ট এ দিন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ২৫০ উইকেট পূর্ণ করলেন।

কোহলির আউট নিয়ে কেন এত বিতর্ক সৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে বিরাট কোহলির আউট নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। 'নন-পিচিং' ডেলিভারি বা ফুলটসের নো বল নির্ধারণে প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন উপায়ের আশ্রয় নিয়েছে আইপিএল। সেটি দিয়ে নির্ধারিত হওয়া কোহলির আউটের পক্ষে-বিপক্ষে ভিন্ন রকম মত দিচ্ছেন ক্রিকেট,বিশ্লেষক ও সাবেক ক্রিকেটাররা।

১ রানে হারা ম্যাচে ইডেন গার্ডেনে হারশিত রানার ফুলটসে ৭ বলে ১৮ রান করে আউট হন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ব্যাটসম্যান কোহলি। ফুলটসে ভড়কে গিয়ে লিডিং এজে ফিরতি ক্যাচ দেন কোহলি, অনফিল্ড আম্পায়ার নো বল না দিলে সেটি রিভিউ করেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে না থাকলেও আইপিএলে ওয়াইড এবং নো বলের সিদ্ধান্তও রিভিউ করা যায়। টেলিভিশন আম্পায়ার অবশ্য মাঠের সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন।

সে সিদ্ধান্ত আসার পর মাঠের আম্পায়ারদের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যায় দৃশ্যত ক্ষুব্ধ কোহলিকে। তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দেন কোহলির ওপেনিং সঙ্গী ও বেঙ্গালুরু অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসিও। মাঠ ছেড়ে যাওয়ার সময়ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় কোহলিকে।

আইপিএলের নতুন পদ্ধতিতে বলের অনুমিত গতিপথের সঙ্গে দাঁড়ানো অবস্থায় ব্যাটসম্যানের পা থেকে কোমর,উচ্চতার পার্থক্য মেপে নির্ধারণ করা হচ্ছে নো বল। ব্যাটসম্যানের এ উচ্চতা আগে থেকেই মেপে রাখা হয়েছে। এর আগে বিসিসিআইয়ের এক ভিডিওতে ম্যাচ রেফারি জাভাগাল শ্রীনাথ বলেছিলেন, অফিশিয়াল ফটোশুটের সময়ই সেটি করা হয়েছে। আর বলের উচ্চতা মাপা হচ্ছে হক-আইভিত্তিক বল ট্র্যাকিং পদ্ধতিতে।

অবশ্য ব্যাটে যখন বল লাগে, তখনো সেটির গতিপথ অনুযায়ী তা কোহলির কোমরের ওপরেই ছিল। কিন্তু স্লোয়ার বলটি নিচু হচ্ছিল, কোহলিও ছিলেন ক্রিজের বাইরে। বলটি পপিং ক্রিজ পর্যন্ত পৌঁছালে যে উচ্চতায় (০.৯২) থাকত, সেটি কোহলির কোমরের উচ্চতার (১.০২) কমই ছিল বলে টেলিভিশন আম্পায়ার মাঠের সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন।

ভারতের সাবেক পেসার ইরফান পাঠান এক্সে এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন সেটিই, নিয়ম অনুযায়ী কোহলি আউটই ছিলেন। তবে সাবেক ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ কাইফের কাছে এ সিদ্ধান্তকে মনে হচ্ছে 'অন্যায্য'। তিনি বলেছেন, 'ব্যাটের সঙ্গে সংযোগের সময় বল যদি কোমর-উচ্চতায় থাকে, তাহলে এটি নো বল হিসেবে গণ্য করা উচিত। এবং আমার সব সময়ই মনে হয়েছে, বল ট্র্যাকিংয়ে এর নিচু হওয়ার গতিপথটি বেশি তীক্ষ্ণ দেখানো হয়েছে।' আরেক সাবেক ব্যাটসম্যান ওয়াসিম জাফর অবশ্য বলছেন, নিয়ম এমন বললেও সেটি বদলানো উচিত। তাঁর মতেও ব্যাটের সঙ্গে যখন বলের সংযোগ ঘটবে, সেই সময়ে দেখা উচিত বলটি কোমর-উচ্চতায় ছিল কি না।

এমসিসির আইনের ৪১.৭.১ নম্বর ধারা অনুযায়ী, যেকোনো ডেলিভারি পিচে না পড়ে পপিং ক্রিজে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ব্যাটসম্যানের কোমর-উচ্চতার ওপর দিয়ে অতিক্রম করলে বা অতিক্রম করত এমন হলে সেটি অন্যায্য বলে গণ্য করা হবে। এমন ডেলিভারি হলে আম্পায়ার নো বল ডাকবেন।

আইপিএল অবশ্য এ নিয়ম বদলায়নি, শুধু কার্যকর করার পদ্ধতিটি প্রযুক্তির হাতে তুলে দিয়েছে। ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলে এটিকে আশীর্বাদ হিসেবেই দেখছেন, 'ঈশ্বরকে প্রযুক্তির জন্য ধন্যবাদ। পক্ষপাতের সব অভিযোগ দূর করেছে। আর খেলোয়াড়দের উচ্চতা টুর্নামেন্টের শুরুর আগেই মাপা হয়েছে, যেটির জন্য আমরা অনেকেই অপেক্ষা করছিলাম। ফলে এটা আম্পায়ারদের ব্যাপার নয়; বরং প্রযুক্তির পক্ষপাতশূন্য ব্যবহার।'

মাঠে আম্পায়ারদের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেও ম্যাচ শেষে বেঙ্গালুরু অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি বলেছেন, 'অবশ্যই নিয়ম তো নিয়মই। বিরাট ও আমি ওই মুহূর্তে মনে করেছিলাম, বল তার কোমরের ওপরে ছিল। আমার ধারণা, তারা এটি পপিং ক্রিজের ওপর মাপে। এমন সব মুহূর্তে সব সময়ই একটা দল থাকবে, যারা খুশি হবে। আরেকটা দল থাকবে, যারা মনে করবে, এটি সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। তবে ক্রিকেট এভাবেই চলে।'

সমর্থকদের প্রত্যাশা নিয়ে মাথা ঘামাই না: পান্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুজরাট টাইটানস থেকে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে ফেরার পর দর্শক-সমর্থকদের সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়ার দূরত্ব যেন বেড়েই চলেছে। এবারের আইপিএলে বেশ কয়েকবার মাঠে দুয়ো শুনেছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানস অধিনায়ক। এবার পান্ডিয়াও দর্শক-সমর্থকদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানিয়েছেন। বলেছেন, সমর্থকদের প্রত্যাশা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না।

স্টার স্পোর্টসের 'ক্যাপ্টেনস স্পিক' পর্বে অধিনায়কত্ব নিয়ে কথা বলেছেন পান্ডিয়া। সেখানে চ্যালেঞ্জের প্রসঙ্গ টেনে ৩০ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার বলেন, 'চ্যালেঞ্জ মজার।

তবে আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, কোনটা চ্যালেঞ্জিং, আমি বলব ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রত্যাশা, সমর্থকদের প্রত্যাশা। সত্যি বলতে কি, যেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, এর চেয়ে বরং কিছুটা চাপ বা ব্যস্ত জীবনই আমি চাই। কারণ, তখন মনে হয় আমি কার্যকর কিছু করছি।'

এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত সাত ম্যাচ খেলে চারটিতে হেরেছে মুম্বাই। প্লে-অফ সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে প্রতিটি জয়ই গুরুত্বপূর্ণ। তবে জয়পুরে মুম্বাইয়ের রেকর্ড খুব একটা পক্ষে নেই। রাজস্থানের মাঠে সাত ম্যাচ খেলে মাত্র দুটিতে জিততে পেরেছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। পান্ডিয়া অবশ্য অতীত নিয়েও বেশি মাথা ভাবতে চান না, 'আমরা কখনোই হাল ছেড়ে দিই না। এটা মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা আমার কাছে রোমাঞ্চকরই লাগে, চ্যালেঞ্জ আমাকে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।'

উত্তরপাড়ার ভদ্রকালীর উদয় সংঘের পরিচালনায় সাত দিনব্যাপী ফুটবল উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়ার ভদ্রকালীর উদয় সংঘের পরিচালনায় সাত দিনব্যাপী ফুটবল উৎসব এলাকায় সাড়া ফেলে দিয়েছে অর্থাৎ সাত দিনব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতা। সারা বাংলা এই ফুটবল প্রতিযোগিতা ১৪ই এপ্রিল থেকে ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত রবিবার সপকে পরাজিত করে এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়। প্রচুর দর্শক খেলা দেখতে আসেন বিরতিতে নৃত্য অনুষ্ঠান হয় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার কাউন্সিলর সারথি গোলদার সহ বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সদস্যরা।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান শেষ

বিকালে ফাইনাল খেলা হয়। ফাইনালে ওঠে দুটো টিম হিন্দমোটরের প্রাঞ্জল ২-১ গোলে উত্তরপাড়ার কাঠালবাগান অভি ফুড হতে রাত হয়ে যায় উদয় সংঘের পরিচালনায় এই ফুটবল টুর্নামেন্ট ১৬ বছর ধরে চলছে, অংশ নিয়েছিল ১৬ টি দল।

ভুল স্বীকার করলেন কোহলি নিজেই, তবু শাস্তি এড়াতে পারলেন না বিরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি: ছাড় পেলেন না বিরাট কোহলি। আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশ জরিমানা হয়েছে তাঁর। রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে আউট হওয়ার পর আম্পায়ারদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করেন কোহলি। তাতে প্রতিযোগিতার আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। ম্যাচ রেফারির রিপোর্টের ভিত্তিতে কোহলিকে শাস্তি দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন কোহলি।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, আইপিএলের আচরণ বিধির ২.৮ ধারায় অভিযুক্ত কোহলি। তিনি লেভেল এক পর্যায়ের অপরাধ করেছেন। খেলা শেষ হওয়ার পর ম্যাচ রেফারি অমিত শর্মা শুনানির জন্য ডেকে পাঠান কোহলিকে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক প্রথমেই নিজের দোষ স্বীকার করে নেন। দুঃখপ্রকাশ করেও ছাড় পাননি তিনি। তাঁকে ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।

রবিবারের ম্যাচে বেঙ্গালুরুর ইনিংসের তৃতীয় ওভারে বল করছিলেন হর্ষিত রানা। তাঁর প্রথম বলটি খেলার সময় ক্রিজরে বাইরে ছিলেন বিরাট। বল সোজা ব্যাটে এসে লাগে। সেই বল সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেন বোলার হর্ষিত। কিন্তু বিরাট ক্রিজ ছাড়তে চাননি। তাঁর দাবি, বল কোমরের উপরে ছিল। তাই নো বলের দাবি করেন বিরাট। রিভিউ নেওয়ারও ইঙ্গিত করেন। যদিও মাঠের আম্পায়ারেরা রিভিউ নেন নিজে থেকেই। নো বল কি না, নিশ্চিত হতে চান তাঁরা। তৃতীয় আম্পায়ার দেখেন বিরাটের কোমরের নিচেই রয়েছে বল। ফলে নো বল দেননি তিনি। মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই বহাল থাকে। তাতেই রেগে যান বিরাট।

আউট হওয়ার পরে অবশ্য মানতে চাননি বিরাট। বেশ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আম্পায়ারদের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায় তাঁকে। কিছুতেই মানতে চাইছিলেন না যে, তিনি আউট। বার বার মাঠের আম্পায়ারদের সঙ্গে তর্ক করেন বিরাট। বেশ ক্ষোভ দেখিয়েই মাঠ ছাড়েন তিনি। ডাগআউটে গিয়েও ক্ষুব্ধ বিরাটকে দেখা যায়, সতীর্থদের বলের উচ্চতা বোঝাচ্ছেন। কোহলির এই আচরণ নিয়ে রবিবারই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। বিসিসিআইও জরিমানা করে বুঝিয়ে দিল, কেউই নিয়মের বাইরে নন।

লা লিগায় যে কারণে নেই গোললাইন প্রযুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: এল ক্লাসিকো, স্পেনের ফুটবলে সবচেয়ে উত্তেজনা আর রোমাঞ্চকর দ্বৈরথ। রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার এ লড়াইয়ের ভাগ্য গড়ে দিতে পারে অনেক সূক্ষ্ম বিষয়। গতকাল রিয়াল, বার্সা ম্যাচে ঘটে যাওয়া এমন একটি সূক্ষ্ম বিষয় নিয়েই এখন ফুটবল বিশ্বে আলোচনা;গোললাইন প্রযুক্তি। ম্যাচটিতে বার্সেলোনা হেরেছে ৩,২ গোলে।

এল ক্লাসিকোয় তখন ২৮ মিনিটের খেলা চলছে। ম্যাচে ১,১ গোলের সমতা। ৬ মিনিটে ক্রিস্টেনসেনের গোলে এগিয়ে যাওয়া বার্সার বিপক্ষে ১৮ মিনিটের পেনাল্টি গোলে রিয়ালকে সমতায় ফিরিয়েছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ২৮ মিনিটে আবার এগিয়ে যেতে পারত বার্সেলোনা। রাফিনিয়ার কর্নার থেকে লামিনে ইয়ামালের ফ্লিক চলে যায় রিয়ালের গোললাইনে। সেখান থেকে রিয়ালের গোলকিপার আন্দ্রে লুনিন কোনোমতে বলটি বাইরে পাঠান।

বার্সেলোনার খেলোয়াড়েরা দাবি করেন, এটা গোললাইন অতিক্রম করেছে। কিন্তু রেফারি গোল না দিয়ে বার্সার পক্ষে কর্নারের সিদ্ধান্ত দেন। ম্যাচ শেষে বার্সেলোনা কোচ এটিকে আখ্যা দিয়েছেন 'অবিচার' হিসেবে। বার্সেলোনার সমর্থকেরা ম্যাচ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি। ঘটনার পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় তুলতে শুরু করেন তাঁরা। লা লিগায় গোললাইন প্রযুক্তি না থাকার সমালোচনায় ভেসে যেতে থাকে ফেসবুক, টুইটার ও ইনস্টাগ্রামের পাতা!

এমন সমালোচনা তো হবেই। ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোর মধ্যে একমাত্র লা লিগাতেই যে গোললাইন প্রযুক্তি নেই। কিন্তু লা লিগায় কেন নেই গোললাইন প্রযুক্তি? ২০২৩,২৪ মৌসুম শুরুর আগে স্পেনের সংবাদমাধ্যম এল লারগুয়েরো তাদের এক খবরে প্রকাশ করেছিল এর কারণ। সেখানে বলা হয়েছে, লা লিগার সভাপতি হাভিয়ের তেবাস গোললাইন প্রযুক্তির জন্য ৩২ লাখ ডলার খরচ করতে রাজি ছিলেন না।

বার্সেলোনার সমর্থকেরা সমালোচনা শুরু করার পর লা লিগায় গোললাইন প্রযুক্তি না রাখার একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তেবাস। তিনিও ব্যাখ্যা দিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এক্সে লা লিগা প্রধান এক পোস্টে কিছু সংবাদের শিরোনামের স্ক্রিনশট দেন। সংবাদগুলো ছিল গোললাইন প্রযুক্তির ভুল নিয়ে। সেই পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, 'নো কমেন্ট।'

ফুটবলে গোললাইন প্রযুক্তির আলোচনা শুরু হয় মূলত ২০১০ বিশ্বকাপের পর থেকে। সেই বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে জার্মানির বিপক্ষে একটি গোল দেওয়া হয়নি ইংল্যান্ডের ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ডকে। সেই ম্যাচের ২০ মিনিটে মিরোস্লাভ ক্লোসার গোলে পিছিয়ে পড়ে ইংল্যান্ড। ৩৭ মিনিটে তারা সমতায় ফেরে জেমস উপসনের গোলে। পরের মিনিটেই ল্যাম্পার্ডের বিতর্কিত ওই গোল বাতিল। পরে ম্যাচটি ৪,১ গোলে হারে ইংলিশরা। এরপর নানা আলোচনা শেষে ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড ২০১২ সালে ফুটবলে গোললাইন প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমতি দেয়। বিশ্বকাপে এটি প্রথম ব্যবহার করা হয় ২০১৪ সালে। ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোর মধ্যে প্রথমে গোললাইন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে। তারা শুরু করে ২০১৪ সালে। ২০১৫ সালের মধ্যে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শুরু করে বুন্দেসলিগা, লিগ 'আঁ', সিরি আ ও ডাচ লিগও।

১৭ বছর বয়সেই দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে গুকেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বয়স এখনো ১৮ হয়নি। ছোট এ বয়সেই বড় এক কীর্তি গড়ে ফেলেছেন তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের ডোমারাজ গুকেশ। সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে তিনি জিতেছেন ক্যান্ডিডেট টুর্নামেন্ট। আন্তর্জাতিক চেস ফেডারেশনের আয়োজনে এই টুর্নামেন্ট মূলত হয় বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বী বের করার জন্য। ক্যান্ডিডেট টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের শিরোপা জন্য চ্যালেঞ্জ জানান বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে।

১২ বছর ৭ মাস ১৭ দিন বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়া গুকেশ এ বছরের শেষে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য লড়বেন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চীনের ডিং লিরেনের বিপক্ষে। এখনো সেই লড়াইয়ের ভেন্যু এবং সূচি ঠিক হয়নি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চ্যালেঞ্জ জানাতে যাওয়া সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু গুকেশ।

ভারতের দাবাড়ুদের মধ্যে এর আগে ক্যান্ডিডেট টুর্নামেন্ট জিতেছেন একজনই;বিশ্বনাথন আনন্দ। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনন্দ ক্যান্ডিডেট টুর্নামেন্ট জিতেছিলেন ২০১৪ সালে। সম্ভাব্য ১৪ পয়েন্টের মধ্যে ৯ পয়েন্ট হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গুকেশ।

এমন কীর্তির পর বিশ্বের তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার গুকেশ অভিনন্দন পেয়েছেন সাবেক ক্যান্ডিডেট চ্যাম্পিয়ন আনন্দের কাছ থেকে। এক্সে এক বার্তায় আনন্দ লিখেছেন, 'সর্বকনিষ্ঠ চ্যালেঞ্জার হওয়ার জন্য গুকেশকে অভিনন্দন। তোমার কীর্তিতে ডব্লুএসিএ চেস (ওয়েস্টব্রিজ আনন্দ চেস একাডেমি) পরিবার গর্বিত। যেভাবে তুমি খেলেছ আর কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছ, আমি ব্যক্তিগতভাবেও তোমাকে নিয়ে গর্বিত। মুহূর্তটা উপভোগ করো।'

নাক, কান ও গলার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বাবা এবং অণুজীববিজ্ঞানী মায়ের সন্তান গুকেশের দাবায় হাতেখড়ি ৭ বছর বয়সে। ২০০৬ সালের ২৯ মে পৃথিবীর আলো দেখা গুকেশ দাবায় হাতেখড়ির ২ বছরের মধ্যেই প্রথম শিরোপা জেতেন। ২০১৫ সালে জেতেন অনূর্ধ্ব-৯ এশিয়ান স্কুল চেস চ্যাম্পিয়নশিপ। এর ৩ বছর পর ২০১৮ সালে বিশ্ব ইয়ুথ চেস চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে জেতেন সোনার পদক। আর ২০২২ সালে হাংজুতে এশিয়ান গেমসে ভারতের হয়ে জেতেন রুপার পদক।

২০২২ সালেই আরেকটি কীর্তি গড়েন গুকেশ। সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে তিনি হারিয়ে দেন ম্যাগনাস কার্লসেনকে। পরে কার্লসেন হয়েছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**